Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 8, 1430 Bangla, February 21, 2024, Wednesday, No. 52, 54th year

H I G H L I G H T S

Amar Ekushe and International Mother Language Day is being observed with due dignity. President Mohammad Sahabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina pay respects to the language martyrs by placing wreaths at central Shaheed Minar. (VOA: 9)

PM Sheikh Hasina while distributing Ekushey Padak-2024 says, '21 has taught us not to bow down head. We will go with our heads high. We will go with dignity in the world. (Jago FM: 19)

AL GS Obaidul Quader says AL will resist if the opposition parties carry out violent activities. Adds, govt. will not give any hindrance if the opposition carries out peaceful program. (R. Tehran: 15; R. Today: 17)

Foreign minister Dr. Hasan Mahmud says after the election, PM Sheikh Hasina was congratulated by the govt and heads of state of various countries, the conspirators' faces have turned pale. (R. Today: 17)

Rohingya refugees are becoming Bangladeshi citizens with birth registration & NID with the help of fraudsters. EC, municipality & a class of officials of union council are assisting in this fraud. (DW: 16)

BFIU in a report says, 80 to 85% of money laundering is done under the guise of import and export. This money laundering takes place through under and over invoices in banking channel. (Jago FM: 22)

More than a dozen mega projects are underway in the country with extended timelines, leading to increased costs and public inconvenience causing dust and noise issues for citizens. (BBC: 5)

TIB expresses fears of misuse & wastage of public funds, after announcing an allocation of Tk 20 crore for the personal jurisdiction of MP to implement development projects in each constituency. (VOA: 9)

8 out of the 9 people who died in a boat accident in the Tunisian sub-region while traveling to Europe by sea from Libya are Bangladeshis. 27 Bangladeshis were rescued alive in that incident. (VOA: 14; R. Today: 18)

The High Court has formed a new five-member committee to investigate the death of Ayan, who was unconscious for circumcision at the United Medical College Hospital, Badda in the capital. (R. Today: 18)

57 people have been accused of giving proxies in the Dakhil examination at Sarfatullah Madrasa Center in Sapahar, Naogoan. In this incident, 58 people including the center secretary have been arrested. (R. Today: 19)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ৮, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ২১, ২০২৪, বুধবার, নং- ৫২, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

দেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে অমর একুশে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস । একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া : ৯)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, '২১ আমাদের শিখিয়েছে মাথানত না করা। আমরা মাথা উঁচু করেই চলবো। বিশ্বের বুকে মর্যাদা নিয়ে চলবো। উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। 'মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক ২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। (জাগো এফএম : ১৯)

বিরোধীদল সহিংস তৎপরতা চালালে আওয়ামী লীগ প্রতিহত করবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে বিরোধীরা কর্মসূচি পালন করলে সরকার কোন বাঁধা দিবে না। (রে. তেহরান : ১৫; রে. টুডে : ১৭)

নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান অভিনন্দন জানানোর ঘটনায় ষড়যন্ত্রকারীদের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। (রে. টুডে : ১৭)

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা প্রতারক চক্রের সহায়তায় জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে যাচ্ছেন। এই জালিয়াতির কাজে সহায়তা করছে নির্বাচন কমিশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের এক শ্রেণির কর্মচারি-কর্মকর্তা। (ডয়চে ভেলে : ১৬)

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থ পাচারের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশই হচ্ছে আমদানি-রফতানির আড়ালে। ব্যাংকিং চ্যানেলে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসের মাধ্যমে এসব অর্থপাচার হয়। (জাগো এফএম : ২২)

দেশে বর্তমানে এক ডজনেরও বেশি সংখ্যক মেগা প্রকল্পের কাজ চলছে। আবার এমন প্রকল্পও রয়েছে, দফায় দফায় মেয়াদ বাড়ানোর পরও যেগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। এতে একদিকে যেমন খরচ বেড়েছে, তেমনি দীর্ঘদিন নির্মাণ কাজ চলার কারণে সৃষ্ট ধুলা-বালি, শব্দ দূষণসহ নানান সমস্যায় ভোগান্তি বেড়েছে সাধারণ মানুষের। (বিবিসি : ৫)

দেশের প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে, সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত এখতিয়ারে খরচের জন্য ২০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ ঘোষণার পর, সরকারি অর্থের অপব্যবহার ও অপচয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে টিআইবি। (ভোয়া : ৯)

লিবিয়া থেকে নৌকায় করে সাগর পথে ইউরোপ যাত্রা করে তিউনিসিয়া উপকুলে নৌ দুর্ঘটনায় নিহত নয় জনের মধ্যে ৮ জনই বাংলাদেশী। এছাড়া ওই ঘটনায় ২৭ বাংলাদেশি নাগরিককে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। (রে. টুডে : ১৮, ভোয়া : ১৪)

রাজধানীর বাড্ডার ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুন্নতে খতনার জন্য অজ্ঞান করা শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে পাচ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। (রে. টুডে : ১৮)

নওগার সাপাহারে সরফতুল্লাহ মাদ্রাসা কেন্দ্রে ৫৭ জনের বিরুদ্ধে দাখিল পরীক্ষায় প্রক্সি দেওয়ার ভয়ংকর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় কেন্দ্র সচিব সহ ৫৮ জনকে আটক করা হয়েছে। (রে. টুডে : ১৯)

বিবিসি

বাংলা ভাষায় এত ফারসি শব্দ কীভাবে এলো?

নানা সময়ে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় যুক্ত হওয়ায় একে যে 'মিশ্র ভাষা' বলা হয়, সে কথা পাঠ্যবইয়ের বদৌলতে কমবেশি সবারই জানা। তবে এই বিদেশি শব্দগুলোর মধ্যে যে ভাষার শব্দ অনেক বেশি বাংলায় প্রবেশ করেছে, তা হলো 'ফারসি'। ভাষাবিদদের মতে, দীর্ঘদিন বাংলা মুসলিম শাসনের অধীনে থাকায় এবং একইসঙ্গে দাপ্তরিক ও সাহিত্যকর্মে ফারসি শব্দ গ্রহণ করায় ভাষাটি থেকে বিপুল পরিমাণ শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' বইতে প্রথমবারের মতো দাবি করেন যে বাংলায় সবচেয়ে বেশি আছে ফারসি ভাষার শব্দ। ১৯৬৫ সালে বাংলা একাডেমি থেকে এটি প্রকাশিত হয়। বইটির 'বৈদেশিক প্রভাব' পরিচ্ছদে তিনি লিখেছেন, "সম্রাট আকবরের কালে বাঙ্গালা দেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময়ে রাজসরকারের ভাষা ফারসী ছিল। এই ফারসি প্রভাব লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমল পর্যন্ত ছিল... এই দীর্ঘ ৬০০ বৎসরের মুসলমান প্রভাবের ফলে বাঙ্গালা ভাষায় দুই সহস্রের অধিক ফারসি শব্দ এবং ফারসির মাধ্যমে আরবী এবং কিছু তুর্কী শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে।" অর্থাৎ, দুই হাজারেরও বেশি ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মীকরণ হয়েছে বলে মত ছিল এই ভাষাবিদের। তবে ড. শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষায় যে পরিমাণ ফারসি শব্দ আছে বলে ধারণা করেছেন, সেই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বলে মত ছিল আরেক ভাষাবিদ মুহম্মদ এনামুল হকের। সবশেষ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত, 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান' গ্রন্থে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফারসি শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভাষাবিদদের মতে, বাংলা ভাষায় ফারসির প্রচলন হয়েছে মূলত মুসলমান শাসকদের হাত ধরে। তেরো শতকের শুরুর দিকে তুর্কি বংশোদ্ভূত শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি পশ্চিমবঙ্গ দখলে নেয়। মূলত সেখান থেকেই বাংলায় মুসলিম শাসনের শুরু। তবে পুরো বাংলা মুসলিম শাসকদের অধীনে যেতে আরও ১০০'শ বছর সময় লেগেছিল। তারপর থেকে ধাপে ধাপে সুলতানি ও মোগল শাসকদের মধ্যে যারাই বাংলার শাসন ক্ষমতায় এসেছেন, তাদের প্রায় সবাই ছিলেন ইরান ও আফগানিস্তান বংশোদ্ভূত, বলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ও সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

তবে ফারসি অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়ে মধ্যযুগে, মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে। ভাষাবিদ ড. শহীদুল্লাহর মতে, সম্রাট আকবরের সময়ই বাংলা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আর সে সময় রাজভাষা ছিল ফারসি, যা দীর্ঘ ছয়শো বছর একই অবস্থানে থেকে আধিপত্য করেছে। ভাষাবিদদের মতে, মূলত দুইভাবে ফারসি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রথমত দাপ্তরিক কাজে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাষাটির ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ত সাহিত্য কর্মে ফারসি শব্দের ব্যাপক উপস্থিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. তারিক মনজুরের মতে, ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগের প্রায় ৬০০ বছর ধরে মুসলিম শাসনের বড় একটা প্রভাব রয়ে গেছে এই ভাষার মধ্যে। "পৃথিবীর অনেক ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেগুলো অন্য ভাষার প্রভাবের কারণে বিলুপ্ত হয়েছে বা সংকুচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বা ব্রিটিশ শাসনামলে এবং তার আগের ৬০০ বছরের মুসলিম শাসনের পরও বাংলা ভাষা বিভিন্ন শব্দ নিজের মতো করে গ্রহণ করেছে", বলেন তিনি। তবে মুসলিম শাসনের দীর্ঘ সময়েও যে এই ভাষা রাজভাষা থেকে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় প্রবেশ করেছে, তেমনটা মনে করেন না ড. মনজুর। বরং বাংলায় ফারসির শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি 'মনস্তাত্ত্বিক' বলেই মত এই গবেষকের। তবে অনেকের মতেই, বাংলায় ফারসির প্রবেশ ঘটেছে মুসলিম শাসনেরও আগে। অষ্টম-নবম শতকে বাণিজ্য এবং ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসা মানুষের মাধ্যমেই বাংলার মানুষের প্রথম ফারসির সঙ্গে পরিচয় হয়।

ফারসির সঙ্গে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক অন্তত আটশো বছরের বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. রাফাত আলম মিশু। তার মতে, বাংলা ফারসি প্রভাবের "মূল কারণ শাসনতান্ত্রিক এবং খানিকটা সাহিত্যিক।" সুলতানি শাসন ও তারপর মোগল শাসনের আওতাভুক্ত সুবেদার এবং যে নবাবরা বাংলায় কাজ করেছেন তারা ধর্মীয় বিবেচনায় মুসলমান হলেও তাদের ব্যবহৃত শব্দগুলো কেবল ধর্ম সম্পর্কিত ছিল না। "ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত, দাপ্তরিক প্রয়োজনে, মোট কথা শাসন কাঠামোর অংশ হিসেবে এই ফারসি শব্দগুলো এসেছে", বলেন তিনি। তারই ধারাবাহিকতায় দৈনন্দিন জীবনের অনেক শব্দ ফারসি থেকে এসেছে বলে মনে করেন এই গবেষক। সুলতানি ও মোগল শাসনামলে বাংলা যখন দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো তখন অনুশাসন পাঠানো হতো ফারসিতে। ফলে সেসময় থেকেই এখানে সরকারি কাজে ফারসির প্রচলন শুরু হয়। "এই ভারতবর্ষে মোগল আমল থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা ছিল ফারসি। সেখানে যারা চাকরি করত, তাদের ফারসি শিখতে হতো", বলেন ড. সামাদ। ফলে একদিকে রাজভাষা হবার কারণে অন্যদিকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাহিত্য আগ্রহের কারণে ফারসির চর্চা করতে হয়েছে বলে মনে করেন তিনি। তবে ড. মনজুরের মতে, বাংলা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ফারসি কখনোই প্রধান ভাষা ছিল না। তাহলে প্রতিদিনের কথ্যভাষায় এতো বেশি ফারসির প্রবেশ ঘটলো কী করে? কথ্য ভাষায় ফারসি শব্দের ব্যবহারকে অনেক বেশি মনস্তাত্ত্বিক বলে মনে করেন ড. মনজুর। তার মতে, বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দ বেশি ঢুকেছে মধ্যযুগের শেষদিকে, অর্থাৎ ১৭শ থেকে ১৮শ সালের দিকে। সেসময় পলাশীর যুদ্ধ এবং সিপাহী বিদ্রোহে হেরে যাবার পর রাজনীতিতে ক্ষমতা হারায় মুসলমানরা। "মুসলমান প্রধান এই অঞ্চলের মানুষ

চেয়েছে তার ভাষা দিয়ে স্বকীয়তা, জাতিবোধ ও স্বাজত্যবোধ প্রকাশ করার জন্য। ফলে তারা ভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আরবি-ফারসি প্রয়োগ করেছে", বলেন ড. মনজুর।

তবে সে সময়ের সাহিত্যে ফারসি ব্যবহারের পরিমাণ ছিল স্বাভাবিক প্রবণতার চেয়ে বেশি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার সবটা স্থায়ী হয়নি। এরমধ্যে যেটুকু ভাষার সাথে মিলে যায় সেটাই রয়ে গেছে বলে মনে করেন এই গবেষক। মধ্যযুগের শেষ অংশে অর্থাৎ ১৮ শতকের আগে-পরে প্রচুর পরিমাণে পুঁথি সাহিত্য রচিত হয়েছে। এতে মুসলিমদের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করা হয়েছে, আর সেই বর্ণনায় ব্যবহার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফারসি, আরবি, উর্দুর মতো শব্দ। মূলত মুসলমানরা ক্ষমতা হারানোর পর থেকে ভাষা দিয়ে যে নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ করতে চেয়েছে সাহিত্যকর্মের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ এর আগে চর্যাপদ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো মধ্যযুগের সাহিত্যে ফরাসি শব্দের প্রয়োগ প্রায় ছিলই না। ফলে রাজভাষা হবার পরও যে তা জনসাধারণ খুব বেশি গ্রহণ করেছিল, তা বলা যায় না। "রাজভাষা হিসেবে ফারসির গ্রহণযোগ্যতা তখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে মধ্যযুগের শেষের ২০০ বছর ছাড়া বিদেশি শব্দের হার খুবই সামান্য বা নেই বললেই চলে", বলেন ড. মনজুর।

অন্যদিকে মধ্যযুগের শেষ দিকে এসে এই দৃশ্য অনেকটাই বদলে যায়। "লাইলী-মজনু, এমনকি আরবি প্রভাবিত চতুর্দশ শতকে শাহ কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের রচিত সাহিত্য- ইউসুফ-জুলেখাও হয়ে ওঠে ফারসি প্রভাবিত", বলেন ড. মিশু। আধুনিক সাহিত্যকদের মধ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার লেখায় প্রচুর ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। তবে বাংলা ভাষায় বর্তমানে প্রচলিত বিদেশি শব্দগুলোকে আর ওই ভাষার শব্দ নেই বলেই মত ভাষাবিদদের। কেননা ভাষার স্বাভাবিক নিয়মে যখন কোনো একটি ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার শব্দ ঢুকে, তখন শব্দটি ওই ভাষারই হয়ে যায়। ফলে জরিমানা, কাগজ, গোলাপের মতো বহুল ব্যবহৃত ফারসি শব্দগুলো এখন বাংলা শব্দ হিসেবেই বিবেচিত হবে। কেবল এগুলোর ব্যুৎপত্তি খুঁজতে গেলে বিভিন্ন উৎস পাওয়া যাবে। বর্তমানে এগুলো বাংলা ভাষারই সম্পদ। আর এগুলো বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করছে বলেই মত ভাষাবিদদের। ইংরেজদের আমলেও ফারসি রাজভাষা ছিল বলে জানান ড. সামাদ। ইংরেজরা শাসন গ্রহণের পর প্রায় ১০০ বছর বাংলায় এটিই ছিল রাজভাষা। খাজনা আদায় কিংবা সরকারি দপ্তরের কাজে তখনও ফারসিরই প্রচলন ছিল। কিন্তু সেই দৃশ্যপট বদলে যায় ১৮৩৬ সালে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' বইতে বলা হয়েছে, ১৮৩৬ সালে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজিকে প্রধান এবং বাংলাকে দ্বিতীয় রাজভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপরই বাংলায় ফারসির প্রভাব কমতে থাকে। মূলত অফিস-আদালত থেকে শুরু করে স্কুলে পর্যন্ত সব জায়গায় ইংরেজি চালুর ফলে একদিকে ফারসির চর্চা যেমন কমে আসে, একইসঙ্গে শুরু হয় ইংরেজির আধিপত্য। তবে একালে এসে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি বিদেশি শব্দের দখল হারিয়েছে ফারসি। বর্তমানে বিদেশি শব্দের মধ্যে ইংরেজি ভাষার শব্দই সবচেয়ে বেশি আছে বলে মনে করেন ভাষাবিদরা। তবে এই পরিবর্তন কেবল বাংলার ক্ষেত্রেই হয়নি। চীন, জাপানের মতো যে ভাষাগুলো বিদেশি শব্দ গ্রহণে বরাবরই অনীহা দেখিয়েছে, সেগুলোতেও ইংরেজি শব্দ বেশ ভালো মাত্রায় ঢুকে পড়েছে। বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের পর যে অঞ্চলেই ব্রিটিশ শাসন ছড়িয়েছে তথা ইংরেজরা উপনিবেশ তৈরি করেছে সেখানেই ইংরেজির ভাষার বিস্তারের জন্য তারা নানা উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বজুড়ে যে ইংরেজির আধিপত্য দেখা যাচ্ছে, তার রেশ বাংলাতেও পড়েছে বলে মনে করছেন ভাষাবিদরা। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৪ রিহাব)

এন্ডোসকপি, ব্রঙ্কোস্কোপি-সহ যে পাঁচটি টেস্ট করাতে গিয়ে বিপদ হতে পারে

বাংলাদেশে বেসরকারি ল্যাব এইড হাসপাতালে এন্ডোসকপি করাতে গিয়ে একজন রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় বেশ শোরগোল চলছে। রোগীর পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে চিকিৎসকদের 'অবহেলা'র কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। তবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন তাদের দিক থেকে কোনও অবহেলা ছিল না কিংবা চেষ্টার কোনও ঘাটতি ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, রোগ নির্ণয়ের জন্য কোনও টেস্ট করাতে গেলে তাতে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে কি না? বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় কিছু 'ইনভেসিভ টেস্ট' রয়েছে। অর্থাৎ শরীরের ভেতরে কোনও যন্ত্রাংশ ঢুকিয়ে যে সব টেস্ট করা হয় সেগুলোকে 'ইনভেসিভ টেস্ট' বলা হয়। এসব টেস্ট করানোর ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন বিশেষজ্ঞরা। যে সব 'ইনভেসিভ টেস্ট' কখনও কখনও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তার কয়েকটি নিচে তুলে ধরা হলো।

এন্ডোসকপি হচ্ছে এক ধরনের পরীক্ষা যার মাধ্যমে একজন চিকিৎসক রোগীর শরীরের ভেতরে কোনও অংশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এন্ডোসকপি শরীরের বিভিন্ন অংশে হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি নমনীয় টিউবের মাথায় ক্যামেরা লাগিয়ে রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়। খাদ্যনালী এবং পাকস্থলীতে সমস্যা নির্ণয়ের জন্য রোগীর মুখ দিয়ে এই নল প্রবেশ করানো হয়। অনেক সময় যেসব রোগী দীর্ঘ সময় যাবত গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার ভুগছেন তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের এন্ডোসকপি করানো হয়। এই পরীক্ষা করানোর সময় কিছু জটিলতা বা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে চিকিৎসকরা উল্লেখ করছেন। রোগীর অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা আছে কি না, সেটি আগে থেকে ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। "এ টেস্ট করার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের অবশ্যই রোগীকে পরিষ্কার করে বলতে হবে যে এর ফলে কী সমস্যা হতে পারে", বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক রশিদ-ই-মাহবুব। এই পদ্ধতির সাহায্যে চিকিৎসকরা রোগীর শ্বাসযন্ত্র বা ফুসফুসের অবস্থা

পর্যবেক্ষণ করেন। একটি পাতলা টিউবের মাথায় ক্যামেরা লাগানো থাকে এবং সেই টিউবটি নাক কিংবা মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ফুসফুসের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। চিকিৎসকরা বলেন এই টিউবটি খুবই নমনীয় এবং অতি সহজেই ফুসফুসে পৌঁছাতে পারে। তারা এটাও বলছেন, ব্রঙ্কোস্কোপি নিরাপদ প্রক্রিয়া হলেও সেটির কিছু ঝুঁকি আছে। জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউটের চিকিৎসক কাজী সাঈফুদ্দিন বেন্নুর বিবিসি বাংলাকে বলেন, রোগীর যদি অন্য কোনও শারীরিক সমস্যা থাকে যার কারণে তিনি হয়তো এই টেস্ট-এর ধকল নিতে পারবেন না, তাহলে এই টেস্ট প্রয়োজনীয় হলেও সেটি নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না। "আমি যখন পরীক্ষার জন্য নলটা প্রবেশ করাব তখন রোগীর শ্বাসনালী কম্প্রোমাইজড হবে। ঐ রকম কম্প্রোমাইজড অবস্থায় তিনি ১৫ মিনিট বা আধাঘণ্টা থাকতে পারবেন কি না? নাকি ঐ ঘাটতিতে তিনি একদম তলিয়ে যাবেন? এটা যদি আগে অ্যাসেস না করি তাহলে কিন্তু অগ্রসর হওয়া যাবে না", বলছিলেন তিনি।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস বা রক্তে কোনও সমস্যা আছে কি না সেটিও এই পরীক্ষার আগে নির্ণয় করতে হবে। পাইলস ও ফিশ্চুলা রোগীদের জন্য এই পরীক্ষা করানো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসক সাইফুদ্দিন বেন্নুর বলেন, মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এই পরীক্ষা করানো হয়। মলদ্বার কিংবা কোলনে কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ আছে কি না সেটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করে এই টেস্ট। এই প্রক্রিয়াটি কিছুটা দীর্ঘ ও নমনীয় পাইপের মাধ্যমে করা হয়। এই পরীক্ষা করার আগে কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পরীক্ষার আগের দিন রোগী শক্ত কোনও খাবার খেতে পারবেন না। তরল জাতীয় খাবার তাকে খেতে হবে। কোলনোস্কপি একটি নিরাপদ প্রক্রিয়া এবং এক্ষেত্রে রোগী মৃত্যুর ঘটনা খুব একটা শোনা যায় না। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রোগীর উচ্চ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হার্টের সমস্যা থাকলে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে স্পাইনাল ট্যাপও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে পিঠের মধ্যে একটি সুঁই ঢুকিয়ে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড নেওয়া হয়। এটি এমন এক ধরনের ফ্লুইড বা রস যা মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডকে রক্ষা করে। চিকিৎসকরা বলছেন, এই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেখানে কোনও লিম্ফোমা বা ক্যান্সার কোষ আছে কি না, তা দেখা। অস্ট্রেলিয়া-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান লিম্ফোমা অস্ট্রেলিয়ার ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, এই পরীক্ষা করার আগে চিকিৎসকদের জানতে হবে রোগীর ব্লাড সেল ঠিক আছে কি না এবং রক্ত জমাট বাধার ক্ষেত্রে তার কোনও সমস্যা আছে কি না। চিকিৎসকরা বলছেন, লাম্বার পাংচার সাধারণত একটি নিরাপদ পদ্ধতি এবং গুরুতর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুব কমই ঘটে। তবে রোগীর অন্যান্য শারীরিক জটিলতা বিবেচনায় না নিলে পরীক্ষার সময় রোগীর জন্য সংকট তৈরির সম্ভাবনা হতে পারে। হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের ব্লক নির্ণয়ের জন্য এই পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষা এক ধরনের এক্স-রে করার মতো। রক্তনালীর ভেতরে ডাই বা রং প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসকরা বোঝার চেষ্টা করেন সেখানে কোনও ব্লক আছে কি না। এনজিওগ্রাম হাত কিংবা পায়ে ছিদ্র করে করা হয়। চিকিৎসকরা বলছেন, এনজিওগ্রাম পরীক্ষাটি সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ কোনও বিষয় নয়। তবে সে ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। রোগীর বয়স বেশি হলে কিংবা হার্টের কার্যক্ষমতা কম হলে এনজিওগ্রাম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এনজিওগ্রামের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ব্লক নির্ণয় করে সেটি খুলে দেবার জন্য স্টেন্টিং করা হয়।

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য ও শল্য চিকিৎসক অধ্যাপক রশিদ-ই-মাহবুব বিবিসি বাংলাকে বলেন, রোগীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় না নিলে এ ধরনের প্রক্রিয়া সমস্যা তৈরি করতে পারে। চিকিৎসকরা বলছেন, যেকোনো 'ইনভেসিভ টেস্ট' করানোর আগে দেখতে হবে রোগীর শারীরিক ফিটনেস আছে কি না। সবধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবার পরেও অবশ্য দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। "এটা আমরা বলতে পারি না। কেন হয়, কীভাবে হয়! অংকে মেলে না। সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেবার পরেও যদিও রোগী মৃত্যুর ঘটনা ঘটে তাহলে সেটা আপনি নিয়তির দোষ দিতে পারেন। তবে যদি আমার ঘাটতি থাকে তাহলে তো এটাকে আর নিয়তির ওপর চালানো যাবে না," বলছিলেন সাঈফুদ্দিন বেন্নুর। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৪ রিহাব)

মেগা প্রকল্প কোনটির কাজ কবে শেষ হবে?

বাংলাদেশে বর্তমানে এক ডজনেরও বেশি সংখ্যক মেগা প্রকল্পের কাজ চলছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে কিছু রয়েছে, যেগুলোর কাজ পুরোপুরি শেষ না করেই গত নির্বাচনের আগে 'আংশিক উদবোধন' ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। আবার এমন প্রকল্পও রয়েছে, দফায় দফায় মেয়াদ বাড়ানোর পরও যেগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। এতে একদিকে যেমন খরচ বেড়েছে, তেমনি দীর্ঘদিন নির্মাণ কাজ চলার কারণে সৃষ্ট ধুলা-বালি, শব্দ দূষণসহ নানান সমস্যায় ভোগান্তি বেড়েছে সাধারণ মানুষের। কিন্তু মেগা প্রকল্পগুলো কোনটি কতটুকু এগিয়েছে? সেগুলো শেষই বা হবে কবে? প্রকল্পটি তিন বছরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও পেরিয়ে গেছে ১৩ বছর। মেয়াদ বাড়ার সঙ্গে প্রকল্পের খরচ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। একযুগ পর এখন বাণিজ্যিক চলাচলের জন্য লাইনটি প্রস্তুত বলে জানাচ্ছেন প্রকল্পটির পরিচালক মো. আরিফুজ্জামান। "আমাদের মূল নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। এখন ফিনিশিংয়ের কিছু কাজ চলছে। মার্চের মধ্য বা শেষভাগে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু করতে পারবে" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আরিফুজ্জামান। ট্রানজিট সুবিধার আওতায় ভারত, নেপাল ও ভুটানে পণ্য পরিবহন সহজ করতে ২০১০ সালে খুলনার ফুলতলা রেলস্টেশন থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন প্রকল্প হাতে নেয় সরকার। এরপর নানা জটিলতার পর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে। শুরুতে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল এক হাজার ৭২১ কোটি টাকা। গত এক যুগের সেটি

কয়েক দফায় বেড়ে বর্তমানে ব্যয় দাঁড়িয়েছে চার হাজার ২৬০ কোটি টাকায়। তারপরও কাজ শেষ হয়নি। নির্বাচনের আগে গত বছরের পহেলা নভেম্বর অনলাইনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে খুলনা-মোংলা রেলপথ প্রকল্পের উদবোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কাজ শেষ করতে এতো সময় লাগার পেছনে নকশা পরিবর্তন, ভূমি অধিগ্রহণে সময়ক্ষেপণ, মালামাল সরবরাহে দেরি, রূপসা নদীর ওপর রেলসেতু নির্মাণ, করোনা মহামারি-সহ নানার কারণ দেখাচ্ছেন প্রকল্পের কর্মকর্তারা। খুলনা-মোংলা রেলপথের মতো ঢাকা-গাজীপুর রুটের বিআরটি প্রকল্পটিও এক যুগ পার করে ফেলেছে। অথচ ২০১২ সালে সরকার অনুমোদন দেওয়ার পর চার বছরের মধ্যেই কাজ শেষ করার কথা বলা হয়েছিল। পরে প্রকল্পের সময় আর ব্যয় বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে মানুষের ভোগান্তিও। অবশেষে প্রকল্পটির কাজ শেষ হতে যাচ্ছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন প্রকল্পটির পরিচালক মহিরুল ইসলাম খান। "আমরা কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। চলতি বছরের ডিসেম্বরেই গাড়ি চলাচল করতে পারবে বলে আশা করি" বলেন মি. খান। প্রকল্পের ধীরগতির বিষয়ে অবশ্য কোনো মন্তব্য করতে রাজী হননি তিনি। ২০১১ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকল্পের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে অর্থায়ন করেছে। ২০১২ সালের পহেলা ডিসেম্বর একনেক বিআরটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। শুরুতে ব্যয় ধরা হয় দুই হাজার ৩৯ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। এরপর কয়েক দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে প্রকল্পের সবশেষ ব্যয় দাঁড়িয়েছে চার হাজার ২৬৮ কোটি টাকা। পুরো নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচনকে সামনের রেখে গত দোসরা সেপ্টেম্বর ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের আংশিক উদবোধন ঘোষণা করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। ফলে প্রায় ২০ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ের মধ্যে অর্ধেক, অর্থাৎ বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এখন ব্যবহার করা যাচ্ছে। চলতি বছরের জুনের মধ্যেই এক্সপ্রেসওয়ের বাকি অংশের কাজ শেষ করে গাড়ি চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার কথা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প পরিচালক বলছেন, চার মাসের মধ্যে কাজ পুরোপুরি শেষ করা সম্ভব হবে না। "আমাদের যে টার্গেট, ঐভাবে আমরা আগাচ্ছি। তারপরও হয়তো আরেকটু সময় লাগতে পারে", বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম এস আকতার। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ফার্মগেট থেকে যাত্রাবাড়ী অংশের অনেক জায়গায় এখনও ঢালাই কাজ শেষ হয়নি। প্রায় আট হাজার নয়শ' চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০২০ সালের জানুয়ারিতে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে এই প্রকল্পের ৭৩ শতাংশ অর্থায়ন করছে চীন ও থাইল্যান্ডের তিনটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। বাকি ২৭ শতাংশ অর্থ দিচ্ছে সরকার। প্রকল্পটির নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হলে ঢাকা বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে উঠে যাত্রাবাড়ি পার হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত একটানে গাড়ি যেতে পারবে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতোই নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ না করেই ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালটির 'সফট ওপেনিং' ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনের আগে গত সাতই অক্টোবর টার্মিনালটির উদবোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে এই টার্মিনালের প্রায় ৯৩ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক একেএম মাকসুদুল ইসলাম। "চলতি বছরের শেষ কিংবা আগামী বছরের শুরুর দিকে আমরা পুরোপুরিভাবে অপারেশনে যেতে পারব বলে আশা করছি। সেভাবেই কাজ এগোচ্ছে" বলেন মি. ইসলাম। প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন এই টার্মিনালের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। জাপানের আর্থিক সহযোগিতায় সেদেশের মিৎসুবিশি, ফুজিটা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার স্যামসাং যৌথভাবে টার্মিনালটির নির্মাণ কাজ করেছে। শুরুতে এ বছরের মধ্যেই টার্মিনালের সব কাজ শেষ করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার কথা জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধের কারণে বিদেশি নির্মাণ সামগ্রী আমদানিতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। ফলে পুরোকাজ কিছুটা দেরি হওয়ার আশঙ্কা করছেন প্রকল্প পরিচালক। "শুরু থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা মালামাল আনছি জাহাজে করে" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইসলাম। "কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জাহাজ আসতে ডিলে হচ্ছে। এর ফলে অনেক সময় পরিকল্পনা মতো কাজ এগোনো যাচ্ছে না" বলেন তিনি। তবে এই সমস্যা সমাধানে অবশ্য এখন বিকল্প রুট ব্যবহার করে নির্মাণ সামগ্রী আমদানির পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন মি. ইসলাম।

উড়াল মেট্রোরেলের পর এখন দেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল নির্মাণের কাজ শুরু করেছে সরকার। এই প্রকল্পের আওতায় ৩১ কিলোমিটার মেট্রোলাইনে মোট ২১টি স্টেশন নির্মাণ করার কথা রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার পাতাল মেট্রোরেল নির্মাণ করা হবে। সেখানে ১২টি পাতাল মেট্রো স্টেশন রাখা হচ্ছে। আর পূর্বাচল রুটে ঢাকার নতুন বাজার থেকে নারাণগঞ্জের পিতলগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ১১ কিলোমিটার পথ উড়াল মেট্রোরেল নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি পাতাল মেট্রোরেলের নির্মাণ কাজের উদবোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু এক বছর পর এসে প্রকল্পের তেমন কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। পাতাল রেলের মূল নির্মাণ কাজ তো দূরের কথা, এখনও ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের কাজই শেষ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। "যে ১২টি প্যাকেজে আমরা কাজটি করছি, সেগুলোর একটির আওতায় এখন পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে। বাকি ১১টি প্যাকেজের দরপত্রের আহ্বান প্রক্রিয়াধীন আছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন প্রকল্পটির পরিচালক আবুল কাশেম ভূঁঞা। কিন্তু উদবোধনের এক বছর পরেও কেনো মূল

নির্মাণকাজ শুরু করা গেলো না? "কোনো কাজই আমাদের টেবিলে আটকে নেই। টেকনিক্যাল ও ফাইন্যান্সিয়াল মূল্যায়নের জন্য সব কাগজপত্র জাইকার কাছে পাঠানো হয়েছে", বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. কাশেম। তিনি আরো বলেন, "বেশকিছু দিন পেরিয়ে গেছে, কিন্তু তারা এখনও কিছু জানাচ্ছে না। টেকনিক্যাল ও ফাইন্যান্সিয়াল মূল্যায়ন করে জাইকা সম্মতি দিলেই পুরোদমে কাজ শুরু হবে।" ২০২৬ সালের মধ্যে প্রকল্পটি শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। অথচ কাজে এখনও দৃশ্যমান তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। ফলে যথা সময়ে নির্মাণ কাজ শেষ করা নিয়ে দেখা দিয়েছে শঙ্কা। "আমাদের যে পরিকল্পনা ছিল, সেখানে ইতিমধ্যেই বেশখানিকটা পিছিয়ে পড়েছি। আমরা চেষ্টা করব আগামীতে সেটি পুষিয়ে নেওয়ার। তবে এভাবে কাজ আটকে থাকলে নির্ধারিত সময়ে শেষ করা কঠিন হবে" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. কাশেম। এতে প্রকল্প ব্যয়ও বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। পাতাল মেট্রোরেল ইতিমধ্যেই দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলোর একটি। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫২ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জাইকা) ঋণ হিসেবে দিচ্ছে ৩৯ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা। বাকি ১৩ হাজার ১১১ কোটি টাকা দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় শীর্ষে থাকা মেগা প্রকল্পগুলোর একটি হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। ২০১৩ সালের অক্টোবরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নির্মাণের প্রথম পর্যায় কাজের আনুষ্ঠানিক উদবোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর একযুগেরও বেশি সময় পর এখন বাণিজ্যিক উৎপাদনের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি। চলতি বছরের শেষদিকে দু'টি চুল্লির একটিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক ড. শৌকত আকবর। "আশা করছি, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর নাগাদ আমরা উৎপাদনে যেতে পারব এবং সেই বিদ্যুৎ সরাসরি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়ায় মানুষ সফল ভোগ করতে পারবে" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আকবর। ২০২১ সালের দশই অক্টোবর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম চুল্লির উদ্‌বোধন করার হয়। এরপর দুই বছর পর ২০২৩ বছরের অক্টোবরে রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানির প্রথম চালান বুঝে পায় বাংলাদেশ। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে এটি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে, সেই লাইন পুরোপুরি প্রস্তুত না থাকায় উৎপাদন যাওয়া সম্ভব হয়নি। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সচরাচর অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো নয়। কারণ, এই কেন্দ্র একবার চালু হলে এরপর চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করা সম্ভব না। তাই এক্ষেত্রে উৎপাদন শুরুর আগেই গ্রিড সিস্টেম নিশ্চিত করতে হয়। এই সঞ্চালন লাইনের কাজ করছে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ। সেপ্টেম্বর নাগাদ প্রথম ইউনিটের ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার মতো সঞ্চালন লাইন প্রস্তুত হয়ে যাবে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া ২০২৫ সালের শেষের দিকে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটেও উৎপাদন শুরু হবে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক মি. আকবর। একক প্রকল্প হিসেবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো প্রকল্প। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে প্রাথমিকভাবে এক লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি খরচ ধরা হয়েছে। এই প্রকল্পের ৯০ শতাংশ অর্থায়ন করছে রাশিয়া। ১০ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৮ বছরের মধ্যে বাংলাদেশকে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে। বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতেও সহযোগিতা করছে রাশিয়ার আনবিক শক্তি কর্পোরেশন 'রোসাটম'। তারা প্রয়োজনীয় জ্বালানিও সরবরাহ করছে। কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লাভিত্তিক একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে সরকার। এটিও বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি মেগা প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০১৪ সালে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশনের (জাইকা) সাথে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে সরকার।

তবে নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালের অগাস্টে। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রের দু'টি ইউনিটের একটিতে উৎপাদনও শুরু হয়ে গেছে। "নির্ধারিত সময়ের একমাস আগেই আমরা কাজ শেষ করেছি। গত ডিসেম্বরেই প্রথম ইউনিটে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে" বিবিসি বাংলাকে বলেন প্রকল্পটির পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয় ইউনিটেও পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। "এ পর্যায়ে সফল হলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই হয়তো আমরা পুরোপুরিভাবে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে পারব," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আজাদ। এখন পর্যন্ত এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি কয়লার ব্যবস্থা করছে প্রকল্পটির অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান জাইকা। তবে চুক্তি অনুযায়ী, পুরোদমে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হলে প্রতিষ্ঠানটি আর জ্বালানি নিশ্চিত করতে বাধা থাকবে না। অন্যদিকে, রিজার্ভ সংকটের মধ্যে কয়লা আমদানি করে এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র সচল রাখা কঠিন হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। "বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা জাইকার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি যেন তারা সামনেও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. আজাদ। তবে জাইকা এটি করবে কি না, সেটি এখনও নিশ্চিত নয়। "তারা এখনও কিছু জানায়নি। তবে আমরা আশা করছি, তারা জ্বালানি নিশ্চিত করবে। যদি রাজি না হয়, সেক্ষেত্রে জ্বালানির বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিবে" বলেন প্রকল্প পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫১ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাইকার অর্থায়ন রয়েছে প্রায় ৪৩ হাজার ৯২১ কোটি টাকা। বাকি টাকার অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার। একই সক্ষমতার অন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে এটি ব্যয়বহুল। এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, প্রকল্পটিতে

বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশাপাশি কয়লা লোড-আনলোড জেটি, টাউনশিপ, সঞ্চালন লাইন এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ আরও বেশকিছু খরচের খাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পদ্মা সেতুতে রেলসংযোগ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত প্রায় ১৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল ট্র্যাক নির্মাণ করছে সরকার। ২০১৮ সালের অক্টোবরে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। এর প্রায় পাঁচ বছর পর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে প্রকল্পটির আংশিক উদ্‌বোধন ঘোষণা করা হয়। ২০২৩ বছরের ১০ই অক্টোবর ঢাকার গেন্ডারিয়া থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত প্রায় ৮২ কিলোমিটার অংশ ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে ভাঙ্গা থেকে যশোর পর্যন্ত অংশের নির্মাণ কাজ চলছে। প্রকল্প অনুযায়ী, চলতি বছরের জুনের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। "এখন যে গতিতে কাজ চলছে, তাতে মনে হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ শেষ করে ফেলতে পারব" বিবিসি বাংলাকে বলেন প্রকল্পটির একজন কর্মকর্তা। সার্বিকভাবে প্রকল্পটির ৯০ শতাংশেরও বেশি অংশের কাজ শেষ হয়েছে বলেও জানান তিনি। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পটি ২০১৬ সালের মে মাসে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন পায়। সে সময় এর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা। ২০১৮ সালের ২২ মে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করলে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা। এই অর্থের মধ্যে প্রায় ২১ হাজার ৩৭ কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হচ্ছে চীনের এক্সিম ব্যাংক থেকে। বাকি অর্থ ব্যয় করছে বাংলাদেশ সরকার। আরও কিছু প্রকল্পের কাজ এখন চলমান রয়েছে।

উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যে উড়াল মেট্রোরেলের কাজ শেষ হয়েছে, সেটি এক কিলোমিটার বাড়িয়ে এখন কমলাপুর পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। নতুন অংশের প্রায় ২৬ শতাংশ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। পুরো কাজ শেষ হবে ২০২৫ সালে। একই সাথে, মেট্রোরেলের নদার্ন রুটে প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ লাইন নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ শেষ হয়েছে। সাভারের হেমায়েতপুর থেকে শুরু হয়ে রুটটি যাবে ভাটারা পর্যন্ত যাবে। উড়াল-পাতাল মিলিয়ে এই রুটটির নির্মাণকাজ শেষ হবার কথা রয়েছে ২০২৮ সালে। ঢাকায় দ্বিতীয় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হিসেবে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ২০২৬ সালের জুনে চালু হবে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক শাহাবুদ্দিন খান। ইতিমধ্যে প্রকল্পটির ৩০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মি. খান। সরকার ২০১৭ সালের অক্টোবরে প্রকল্পটির অনুমোদন দেয় সরকার। প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে মোট খরচ ১৬ হাজার ৯০১ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এর মধ্যে চীন ঋণ হিসেবে ৬৫ শতাংশ খরচ দিচ্ছে। এদিকে, দেশের প্রথম এবং একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের জন্য ১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সমুদ্রবন্দর নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা। ২০২০ সালে অনুমোদন পাওয়া প্রকল্পটির মেয়াদ ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই প্রকল্পে ১২ হাজার ৮৯২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা ঋণ দিচ্ছে জাপান। বাকি অর্থের মধ্যে সরকার দিচ্ছে দুই হাজার ৬৭১ কোটি টাকা এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দুই হাজার ২১৩ কোটি টাকা দিচ্ছে। গত দুই বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে। ২০২১ সালের অগাস্টে যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ ছিল প্রায় ৪৮ বিলিয়ন ডলার, সংকটের কারণে সেটি অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি অনুযায়ী, বাংলাদেশে এখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে ২০ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন ডলার। তবে রিজার্ভ কমে যাওয়ায় সরাসরি তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি মেগা প্রকল্পগুলোতে। কারণ প্রকল্পগুলোর প্রায় সবগুলোরই কাজ চলছে বিদেশি অর্থায়নে। "তারা টাকা দিচ্ছে, আমরা কাজ করছি। ফলে বাংলাদেশের ডলার সংকটের তেমন কোনো প্রভাব আমাদের কাজের উপর পড়ছে না", বিবিসি বাংলাকে বলেন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম এস আকতার। বাংলাদেশে চলমান মেগা প্রকল্পগুলোতে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পাশাপাশি রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত-সহ আরও কয়েকটি দেশ অর্থায়ন করছে। ফলে মেগা প্রকল্পের ব্যয়জনিত কারণে অর্থনীতিতে আপাতত তেমন কোনো চাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তবে আগামী কয়েকে বছরের মধ্যেই পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

"২০২৭ সালের দিকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেলসহ আরও কয়েকটি মেগা প্রকল্পের ঋণ পরিশোধে সময় চলে আসবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তখন অর্থনীতিতে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হবে" বিবিসি বাংলাকে বলেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। কাজেই বিষয়টি মাথায় রেখে সে অনুপাতে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানো সম্ভব না হলে অর্থনীতি সংকটের মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছেন তিনি। "বিদেশি মুদ্রার আয়ের ফ্লো বাড়ানোর দু'টি উপায় হচ্ছে- রেমিট্যান্স আয় এবং রপ্তানি বাড়ানো। এটি নিশ্চিত করতে পারলে সংকট সামাল দেওয়া কঠিন হবে না" বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. হোসেন। এক্ষেত্রে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স যেন হুন্ডি বা অন্য কোন অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে না আসতে পারে, সেটি নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্বব্যাংকের সাবেক এই প্রধান অর্থনীতিবিদ। রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয় বাড়াতে ব্যর্থ হলে সংকট মোবাবেলার শেষ উপায় হিসেবে সরকারের হাতে থাকবে 'রি-ফাইনান্সিং' করা। অর্থাৎ নতুন ঋণ দিয়ে পুরনো ঋণকে পরিশোধ করা। তবে এই তিন উপায়ের মধ্যে সর্বোত্তম বিকল্প হিসেবে সরকারের আয় বাড়ানোর প্রতিই নজর দেয়া উচিত বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। "রি-ফাইনান্সিং করে তো আপনি প্রবলেমটাকে পোস্টপোন করছেন, সলভ করছেন না। তাছাড়া নতুন

ঋণ নিয়ে রি-ফাইনান্সিং তো বার বার করতেও পারবেন না" বিবিসি বাংলাকে বলেন বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

জনগণের অর্থের অপব্যবহার নিয়ে টিআইবির উদ্‌বেগ প্রকাশ

বাংলাদেশর প্রতিটি নির্বাচনি এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে, সংসদ সদস্যদের ব্যক্তিগত এখতিয়ারে খরচের জন্য ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ (থোক বরাদ্দ) ঘোষণার পর, সরকারি অর্থের অপব্যবহার ও অপচয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) টিআইবি এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। একই সঙ্গে বরাদ্দ দেয়া অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে, একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছে টিআইবি। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম জানান, প্রত্যেক সংসদ সদস্য তাদের নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পাঁচ বছরে ২০ কোটি টাকা করে নিতে পারবেন। এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছিলেন মন্ত্রী তাজুল ইসলাম। গত ২০২০ সালের ১২ আগস্ট, 'সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দ: অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক টিআইবির গবেষণায় দেখা যায়; এই প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে অনেক স্কিমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ঠিকাদার ও তদারকি কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক যোগসাজশ এবং কমিশন বাণিজ্যের ফলে, স্কিমের কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ের ছিলো না। আর, অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে জনগণের অর্থের অপচয় হয়েছে এবং স্বার্থান্বেষী মহল লাভবান হয়েছে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সময়ের সঙ্গে সংসদীয় আসন ভিত্তিক থোক বরাদ্দ বাড়লেও, তার সঠিক ব্যবহার ও সুশাসন নিশ্চিত করার উদ্যোগ বরাবরই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। "কেননা, সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্যই অনুমোদিত কাজের অগ্রগতি তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির একক দায়িত্বে থাকেন;" ড. ইফতেখারুজ্জামান যোগ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, একইসঙ্গে, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দেন সংসদ সদস্যদের একাংশ। ফলে, এইসব কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, "আমরা মনে করি, এই প্রকল্প সংসদ সদস্যের একাংশের জন্য স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি ও অনৈতিকভাবে আর্থিক সুবিধা অর্জনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে আসছে।" তিনি আরো বলেন, "ফলে এ ধরনের প্রকল্প, অনিয়ম-দুর্নীতিকে স্থানীয় পর্যায়ে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত করেছে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হচ্ছে।" টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আরো বলেন, ২০২০ সালের গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করেছিলো টিআইবি। "কিন্তু, এই সুপারিশমালা আমলে নিয়ে সংসদ সদস্যদের থোক বরাদ্দ ব্যবহারে সুশাসন নিশ্চিত করতে কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি;" বলেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। প্রকল্প ও স্কিমসমূহে কার্যকর তদারকি এবং প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সংসদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট অবশ্য পালনীয় আচরণবিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক। নতুন করে থোক বরাদ্দ কার্যক্রম শুরুর আগের বরাদ্দগুলোর নিবিড় ও নিরপেক্ষ নিরীক্ষার দাবি জানাচ্ছে টিআইবি। একইসঙ্গে, প্রকল্প ও স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করার আহবান জানিয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করবে বেনাপোল নোম্যান্সল্যান্ডে

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে, বেনাপোল চেকপোস্ট-এর নোম্যান্সল্যান্ডে, যৌথভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করবেন বাংলাদেশ ও ভারতের রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এ সময় তারা ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। এ লক্ষ্যে, মঙ্গলবার (২০ ফেব্রুয়ারি) বেনাপোল-পেট্রাপোল নোম্যান্সল্যান্ডে কাঠ ও বাঁশ দিয়ে অস্থায়ী শহিদ মিনার তৈরি করা হয়েছে। শহিদ দিবসে, সকাল ১০টায় বাংলাদেশের পক্ষে যশোর-১ আসনের সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দীনের নেতৃত্বে ২৫ থেকে ৩০ জন নোম্যান্সল্যান্ডে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবেন। অন্যদিকে, ভারতের পক্ষে শ্রদ্ধা জানাবেন, উত্তর চব্বিশ পরগনার বিধায়ক (এমএলএ) শ্রী নারায়ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে ২০ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এ উপলক্ষে দুই সীমান্তে বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। বেনাপোল পৌরসভার মেয়র নাসির উদ্দিন জানান, এবার স্বল্প পরিসরে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হচ্ছে। এর আগে, রক্তদান, বই মেলাসহ নানা কর্মসূচিতে এই দিবস পালন করা হয়েছে বেনাপোলে; জানান মেয়র নাসির উদ্দিন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে অমর একুশে, বিনম্র শ্রদ্ধায় ভাষা শহিদদের স্মরণ

বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে অমর একুশে। সারাদেশে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হচ্ছে ভাষা শহিদদের। অমর একুশে এখন বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও পালিত হয়। প্রথা অনুযায়ী, একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দলের নেতাদের সঙ্গে করে

দ্বিতীয়বার শহিদ-বেদীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শেখ হাসিনা। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শহিদ মিনারে আসার পর পর মিনার চত্বরে বেজে উঠে অমর সঙ্গীত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর, ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ, সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী, মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে। পরে, ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। শহিদ মিনার চত্বর সাধারণ জনগণের জন্য খুলে দেয়া হলে গভীর রাতেই শ্রদ্ধা জানাতে আসেন বিপুল সংখ্যাক মানুষ। নগ্নপদে, অবনত মস্তকে তারা শহিদদের স্মরণ করেন। রাজধানী ঢাকার বাইরে, বিভিন্ন বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা সদর এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে অমর একুশে। একুশে ফেব্রয়ারি দুপুর পর্যন্ত, সারা দেশের শহিদ মিনারগুলোতে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবেন সর্বস্তরের মানুষ। এর আগে, মঙ্গলবার (২০ই ফেব্রয়ারি) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকার দেয়ালে দেয়ালে লিখা হয়, ভাষা নিয়ে নানা কবিতার অংশ, স্লোগান এবং উক্তি। শহিদ মিনারের চারিদিক ঘিরে স্থাপন করা হয় নিরাপত্তা বেষ্টনী। সড়কে আঁকা হয় আল্পনা। ১৯৫২ সালের ২১ই ফেব্রুয়ারি, তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুকে মাতৃভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়। এর প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের প্রধান মাইল ফলক হিসেবে গণ্য করা হয় একুশে ফেব্রয়ারিকে। ১৯৫২ সালের এই দিনে, মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, বরকত, সালাম, রফিক জব্বারসহ অনেক ছাত্র তরুণ। ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর, বাংলাদেশের ভাষা শহিদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর পর থেকে বিশ্বজুড়ে দিনটি পালিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) প্রতিনিধি দল এবং সকল ইইউ সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাস। মঙ্গলবার (২০ই ফেব্রুয়ারি) ঢাকার ইইউ দূতাবাস এক বার্তায় বলেছে, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা।" তারা বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে একটি ছবি শেয়ার করেছেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে একমত হয়েছে বাংলাদেশ ও ঘানা

বাণিজ্য পরিসর বাড়াতে একমত হয়েছে বাংলাদেশ ও ঘানা। মঙ্গলবার (২০ই ফেব্রুয়ারি) ঢাকা সফররত ঘানার পররাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সংহতি বিষয়ক মন্ত্রী শার্লি আয়োরকর বোচওয়ে, গণভবনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় তারা এ বিষয়ে একমত হন। সাক্ষাতের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের অবহিত করেন। নজরুল ইসলাম জানান; বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বৈঠকে কৃষি, ওষুধ, আইসিটি, কৃষিভিত্তিক খাদ্যপণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং টেক্সটাইল সামগ্রিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুনরায় নির্বাচিত হওয়ায় ঘানার রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পৌঁছে দেন ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শার্লি আয়োরকর বোচওয়ে। ঘানার মন্ত্রী উল্লেখ করেন, দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে; জানান নজরুল ইসলাম। ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।" এ প্রসঙ্গে তিনি কৃষি, ওষুধ, আইসিটি ও কৃষিভিত্তিক খাদ্যপণ্যের কথা উল্লেখ করেন। আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় কমনওয়েলথ মহাসচিব নির্বাচনে তার দেশের প্রার্থিতার জন্য বাংলাদেশের সমর্থন কামনা করেন ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এবার আফ্রিকার দেশগুলো থেকে সংস্থাটির মহাসচিব নির্বাচিত হবেন। নজরুল ইসলাম জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। শেখ হাসিনা বলেছেন, ঐ অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং টেক্সটাইল সামগ্রীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আফ্রিকার দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে এসব পণ্য আমদানি করতে পারে;" জানান নজরুল ইসলাম। কমনওয়েলথ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, "এক সময় সংগঠনটি নিষ্ক্রিয় ছিলো। সম্প্রতি এটি সক্রিয় হয়েছে এবং বিনিয়োগ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।" মহাসচিব পদে যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; জানান স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

ভাষা আন্দোলন মাথা নত না করতে শেখায়, শহিদ দিবসের আলাচনায় বিএনপি

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের উপায় হিসেবে, তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারণা চালানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নেতা, সাবেক স্পিকার জমির উদ্দিন সরকার। মঙ্গলবার (২০ই ফেব্রয়ারি) এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি। জমির উদ্দিন সরকার আরো বলেন, "গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সারাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে।" তিনি বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন জনগণকে মাথা নত না করতে শেখায়। সেই চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঘুরে দাঁড়াবে। "আমাদের এখন জনগণের দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলতে হবে, বিএনপি মানেই শান্তি, গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের উন্নয়ন। ইনশাল্লাহ দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে;" যোগ করেন সাবেক স্পিকার জমির উদ্দিন সরকার। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও জাতীয়

সংসদের সাবেক স্পিকার বলেন, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতির কারণে দেশ অরাজকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। "বিএনপি নেতা-কর্মীরা গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করায় দীর্ঘদিন ধরে কঠিন সময় পার করছে;" বলেন তিনি। জমির উদ্দিন সরকার বলেন, ভাষা আন্দোলন কোনো গতানুগতিক আন্দোলন নয়, এটি একটি আদর্শিক আন্দোলন। ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন। "ভাষা আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এই ভাষা আন্দোলন আমাদের শিক্ষা দেয়, আমরা মাথা নত না করে আমাদের অধিকার আদায় করব। আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে এবং আমাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;" বলেন বিএনপি নেতা জমির উদ্দিন সরকার। বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, বাঙালি হলো সেই জাতি, যারা জীবন দিয়েছে, রক্ত ঝরিয়েছে, মাতৃভাষার জন্য যুদ্ধ করেছে। মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করা গত শতাব্দীতে বাংলা ছিলো শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, "১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনকারীদের নির্মমভাবে হত্যা করে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের শহিদ মিনার দিয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনার সুবাদে এখন বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে শহিদ মিনার তৈরির অবস্থা হয়েছে।" গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অভিযোগ করেন, তাদের দলের কয়েক হাজার নেতা-কর্মী খুন ও গুমের শিকার হয়েছেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে হাজার হাজার মানুষ নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান বলেন, বাংলাদেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন হয়েছে। "দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় ৫৩ বছর পর, এখন আমরা এমন এক ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়েছি, যখন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়েছে;" বলেন আবদুল মঈন খান। তিনি আরো বলেন, "আসুন আমরা জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনি, জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসি। দেশে মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। এজন্য আমরা রাজপথে ছিলাম, রাজপথে আছি, রাজপথে থাকব।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

অসংলগ্ন কথা বলছেন বিএনপি নেতারা : হাছান মাহমুদ

এদিকে, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপির নির্বাচন বিরোধী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া, বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম, আমীর খসরু সাহেবরা নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য অসংলগ্ন কথা বলছেন। মঙ্গলবার (২০ই ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রাজধানী ঢাকায়, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্‌বোধনী অধিবেশনে দেয়া বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। হাছান মাহমুদ বলেন, নির্বাচন বর্জন করে বিএনপির নেতারা এখন কর্মীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ; তারা এখন তোপের মুখে পড়েছেন। আর বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বিগত যে-কোনো সরকারের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। "যারা নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল, নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছিল, তারা এখন চুপসে গেছে, তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, এখন কী করবে দিশা পাচ্ছে না;" বলেন আ্ওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক। "বিএনপির উচিত সন্ত্রাসী অপতৎপরতা এবং সবকিছুতে না বলার অপসংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চা করা;" যোগ করেন হাছান মাহমুদ।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ এলিনা)

'বয়কট ইন্ডিয়া' প্রচারণা ভারতের বাণিজ্য আর বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কে কতটুকু প্রভাব ফেলছে?

অমিতাভ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের একজন বড় রপ্তানিকারক। প্রধানত চাল-সহ অন্যান্য কৃষিপণ্য তিনি রপ্তানি করেন বাংলাদেশে। তিনি বললেন, গত মঙ্গলবারই (১৩ই ফেব্রুয়ারি) চাল পাঠানোর উপরে স্বল্প সময়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ভারত। বুধবার থেকে চাল যেতে শুরু করেছে। এর মধ্যে তিনি এমন কোনো ইঙ্গিত পাননি যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য যাওয়া কমেছে বা তা নিতে কোনো কারণে অস্বীকার করছেন আমদানিকারকেরা। "আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা হল লেটার অফ ক্রেডিট (এলসি বা পণ্য রপ্তানির আগে টাকা পাওয়ার ব্যাংক গ্যারান্টি)। আমি সেটা পাই এবং ভূমি-সীমান্তের ওপারে চাল পাঠাই। আমদানিকারকেরা এমন কোনো ইঙ্গিত দেননি যাতে মনে হয় যে কোনো সমস্যা আছে," বললেন ঘোষ। প্রায় এই একই কথা বললেন মধ্য কলকাতার পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের একটি শপিং মল 'সিদ্ধা পয়েন্টে'র বিশালকায় কয়েকটি শাড়ির দোকানের কর্মীরা। দেবেশ রাই নামে এক কর্মচারী বললেন অনেক সময় বিক্রি কিছুটা কমে যায়। ''যেমন ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বিক্রি বেড়ে ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে তা কমতে থাকে। কিন্তু এটা প্রতিবারই হয়," তিনি বলেন। রাই জানালেন, এরপরেই আবার ঈদের বাজার করতে মানুষ বাংলাদেশের ক্রেতারা আসবেন এবং বিক্রি বাড়বে। তাঁরা বয়কটের কথা শোনেননি বলেও জানালেন রাই। মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স নামে একটি ব্যবসায়িক চেম্বারের মুখপাত্র এস রায়ও তাঁদের সংগঠনের এক্সপোর্টার-সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানালেন পণ্য বয়কটের কোনো প্রভাব তাঁরা অনুভব করছেন না। একই কথা বললেন ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য যাওয়া-আসার সবচেয়ে বড় ভূমি বন্দর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্তে শুল্ক দফতরের কাস্টমস ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী। "এখনো এমন কোনো প্রমাণ পাইনি যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ভারত থেকে পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে মাল বাংলাদেশে যাওয়া কমেছে," বললেন চক্রবর্তী। ভারত থেকে বাংলাদেশে যে পণ্য যায় তার ৫০ শতাংশের বেশি পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বলে জানিয়ে চক্রবর্তী বললেন যে, পঁচিশ-ত্রিশ হাজার কোটি টাকার পণ্য বছরে পেট্রাপোল দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। "তবে কিছুদিন আগে মাল যাওয়া কমেছিল। আমি শুনেছি,

বাংলাদেশ সরকারই আমদানি নিয়ন্ত্রণ করেছিল ডলার ঘাটতির কারণে। ব্যাংক 'লেটার অফ ক্রেডিট' দিতে অস্বীকার করছিল এবং এখানকার রপ্তানিকারকেরাও মাল পাঠাতে ভরসা পাচ্ছিলেন না," বললেন চক্রবর্তী। তবে তিনি এও বললেন যে, বাংলাদেশে ভারতের পণ্য বয়কটের যে একটা প্রচারণা চলছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত। বিষয়টি যথেষ্ট উদ্‌বেগের বলে মনে করেন কার্তিক চক্রবর্তী। ভারত-সহ আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের একাংশ জানিয়েছে, সাম্প্রতিক প্রচারের প্রভাব বাংলাদেশের রিটেল বাজারে পড়েছে। ভারতের রপ্তানির মোটামুটি ৩.৫ শতাংশ যায় বাংলাদেশে। পণ্য বয়কটের প্রচার চলতে থাকলে, সুদূর ভবিষ্যতে এই রপ্তানি সামান্য ধাক্কা খেলেও, বড় ধরনের সমস্যা ভারতের রপ্তানিকারকদের হবে না। কিন্তু বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে পারে বাংলাদেশ, বললেন অরিন্দম মুখার্জী। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রকের সহযোগী হিসাবে কাজ করে কলকাতার একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ (আইএসসিএস), সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক অরিন্দম মুখার্জী। মুখার্জির মনে হয় না বয়কটের ফলে ভারতের রপ্তানি মার খাবে। "যদি দু'এক শতাংশ ব্যবসা কমেও, ভারত সামলে নিতে পারবে। কিন্তু এটা চললে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বাংলাদেশের মানুষ," তিনি বলেন। ''সস্তায় যে পণ্য তাঁরা পান, সেটা বন্ধ হলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। তৃতীয় কোনো দেশ থেকে পণ্য আমদানি করা হলে, সেক্ষেত্রেও দাম বাড়বে কারণ ভারত থেকে বাংলাদেশে মাল নিয়ে যাওয়া সহজ ও সস্তা" মুখার্জি বলেন। মোটামুটিভাবে ভারত থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বাংলাদেশে যায়। আর সেই পণ্যের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই প্রচারণা রমজানের আগে শুরু করা হয়েছে বলে মনে করেন মুখার্জি। "সুচতুরভাবে এই সময়টাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সরকার চাপে পড়ে। আওয়ামী লীগ এবং ভারত বিরোধী যে একটা 'ইকো সিস্টেম' তৈরি হয়েছে, সেটা ইউরোপে বসে এই প্রচারণা চালাচ্ছে," বললেন মুখার্জি। এর পিছনে বাংলাদেশের বিরোধী দল যেমন বিএনপি এবং জামাতে ইসলামীর থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন মুখার্জি।

"একটা প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি। জানুয়ারিতে নির্বাচনের আগে বিএনপি বা জামাত ভারতের বিরুদ্ধে বিশেষ কথা বলেনি। কিন্তু নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, দেখা গেল বিএনপি ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করল। ''ভারত বিরোধী ইসলামিক দলও এতে মদত দিল। ভারত-বিরোধী ইস্যু যেমন সীমান্ত হত্যা থেকে বাণিজ্য ঘাটতি, সামনে এলো এবং আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম বিষয়টি তুলে ধরল," মুখার্জি বলেন। তবে গত জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে জাপানের প্রচারমাধ্যম 'নিক্কেই এশিয়া'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিএনপি নেতা রুহুল কবীর রিজভী আহমেদ বলেন, দলীয় নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেননি। বাংলাদেশের মানুষ সুদূর ভবিষ্যতে এই প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না বলে মন্তব্য করে অরিন্দম মুখার্জী বললেন, "তবে ভারত সরকারের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ প্রচারণা কখন কোন দিকে মোড় নেবে তা বলা মুশকিল।" ভারতে পণ্য বয়কটের প্রসঙ্গে মালদ্বীপের প্রসঙ্গ টানলেন ভারতের আরেক বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ শ্রীরাধা দত্ত। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশনের সাবেক সিনিয়র ফেলো এবং বর্তমানে জিন্দাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়ের অধ্যাপক দত্ত বলছিলেন মালদ্বীপের বিষয়টিকেও গোড়াতে হালকাভাবে নিয়েছিল ভারত। "মালদ্বীপের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, সেখানে যখন সমস্যার সূত্রপাত হয় তখন ভারতে যাঁরা অ্যাকাডেমিক স্তরে বিষয়টি নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা প্রসঙ্গটি সামনে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের বলা হয়, এটা চীন করছে এবং ভবিষ্যতে ভারত বিষয়টি সামলে নেবে। কার্যত সেটা হয়নি," অধ্যাপক দত্ত বলেন। মালদ্বীপ আগামী ১৫ই মার্চের মধ্যে সেখান থেকে ভারতের সেনাবাহিনী সরাতে বলেছে তাদের 'ইন্ডিয়া আউট' কর্মসূচির অংশ হিসাবে। একই ঘটনা কিছুটা বাংলাদেশেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘটছে বলে মনে করেন অধ্যাপক দত্ত। "কিছুদিন আগে ভারত বলতে চেষ্টা করেছিল যে ভারত বিরোধী প্রচার লন্ডন থেকে করা হচ্ছে, বিএনপি করছে। এখন বাংলাদেশের 'ডেইলি স্টার' কাগজে একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছে যা বিস্তারিতভাবে জানিয়েছে এটাকে (বিএনপি'র আন্দোলন) ভাবাটা ভুল। এটা কিছু ব্লগার ইউরোপে বসে করেছে," তিনি বলেন। অধ্যাপক দত্ত মনে করেন, একটা জটিল বিপরীতমুখী পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যার সামান্যই এই প্রচারণার মাধ্যমে সামনে এসেছে। "আমরা সবসময়ই জানতাম যে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখা যাচ্ছে যে একজন নেত্রী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় থাকছেন। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যেটা অগ্রাধিকার পাচ্ছে সেটা হল আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা এবং নিরাপত্তা।" ''আমরা মনে করছি, শেখ হাসিনাই এটা দিতে পারবেন, কিন্তু যখন আমরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছি তখন একটা বড় অংশ – যার মধ্যে আওয়ামী লীগের সমর্থকও রয়েছেন – তাঁরা বলছেন নির্বাচনে তাঁরা হতাশ। এখন দু'পক্ষই বলছে যে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত। ঠিক কথা। কিন্তু মানুষ কী ভাবছেন সেটা বোধহয় ভাবা হচ্ছে না। ''ভারতের তরফে মানুষের প্রতিক্রিয়া মাপা হচ্ছে এই বলে যে ভারত যথেষ্ট পরিমাণে ভিসা দিচ্ছে। কিন্তু এটা মাথায় রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশের মানুষেরও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে পূর্ব বা দক্ষিণ ভারত এবং দিল্লির আর্থিক বৃদ্ধির পিছনে। কারণ সেখানকার মানুষ এখানে নিয়মিত আসছেন," তিনি বলেন। তবে একই সঙ্গে অন্য একটা দৃষ্টিকোণও রয়েছে বলে জানালেন অধ্যাপক দত্ত। "এই নির্বাচন চীন, ভুটান মেনে নিয়েছে। ভারত যদি না মানতো তাহলে কি হতো? ভারতের 'পয়েন্ট অফ ভিউ' থেকে বলতে হয়, ভারত যা করেছে তা নিজের প্রয়োজনে করেছে," তিনি বলেন। "আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আপনাকে (অর্থাৎ বাংলাদেশকে) তার ঘর নিজের মতো করে গুছোতে হবে। তাঁরা যদি সেটা না করেন এবং বলেন ভারত কেন সমর্থন দিল, তবে তা ভিত্তিহীন, কারণ যে-কোনো দেশই

নিজের স্বার্থ দেখবে," বক্তব্য শ্রীরাধা দত্তের। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত সর্বজিত চক্রবর্তী একসময় ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার হিসাবে ঢাকায় কাজ করেছেন। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ নির্বাচনে ভারতের 'নাক গলানোর' অভিযোগ ভিত্তিহীন। "প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচনে যায়নি। নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে, ভারত নয়। কিন্তু দোষ দিচ্ছেন ভারতের। আমাদের কোনো প্রভাব বিএনপির উপরে নেই এবং এই নির্বাচনে ভারত কোনো ভাবে নাক গলায়নি," তিনি বলেন। "বাংলাদেশের মানুষ কাকে রাখবেন এবং কাকে রাখবেন না সেটা তাদের ব্যাপার, আমাদের কিছু বলার নেই এবং প্রভাবিত করারও কিছু নেই। এখন বিএনপি যদি নিজের পায়ে প্রতিবার গুলি করে, তার জন্য কি ভারত দায়ী?" প্রশ্ন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত চক্রবর্তীর। তিনি বলেন, এই অবস্থায় ভারতের পণ্য বর্জনের যে কর্মসূচি কিছু ক্ষেত্রে নেওয়া হচ্ছে "তাও অতএব ভিত্তিহীন।" "কেন এই প্রোগ্রাম সফল হবে না, তারও নানান কারণ বলা যায়। বাংলাদেশ যে পণ্য আমদানি করে, তার ৯০ শতাংশ যায় ভারত থেকে। ভারতের পণ্যের গুণগতমান ভালো, যে কারণে দীর্ঘদিন এই বয়কট চলবে না।" চক্রবর্তী মনে করেন, ব্যবসায়িক পরিস্থিতি বরং দ্রুতই পাল্টাবে এবং তা থেকে লাভবান হবে বাংলাদেশ। এর প্রধান কারণ সিইপিএ (কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট)। "বাংলাদেশের সঙ্গে কি বাণিজ্য ঘাটতি সেটা সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী হাসিনার এই মেয়াদেই অনেকটা মেটানো সম্ভব হবে। সিইপিএ নিয়ে কথাবার্তা এগিয়েছে এবং এই চুক্তি যদি সই হয় তাহলে (ভারতে) বাংলাদেশের বাণিজ্য বাড়বে প্রায় ৩০০ শতাংশ অর্থাৎ ৩ বিলিয়ন ডলার থেকে তা চলে যাবে ৯ বিলিয়ান ডলারে। ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজার বাংলাদেশ অনেকটাই ধরতে পেরেছে।"

প্রস্তাবিত সিইপিএ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা নিয়মমাফিক মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তির বাইরে গিয়ে পরিষেবা, বিনিয়োগ, বুদ্ধিবৃত্তিক-সম্পত্তি অধিকার এবং ই-কমার্স সম্বন্ধীয় অনুমতি বাংলাদেশের সংস্থাকে দেবে। অর্থাৎ, পরিষেবার অনেক ক্ষেত্রে ভারতে ব্যবসা করতে পারবে বাংলাদেশ এবং সম্ভবত আয় বাড়াতে পারবে। তবে ভারত বিরোধী প্রচার পুরোপুরি বাংলাদেশ থেকে চলে যাবে বলে মনে করেন না অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত চক্রবর্তী। "এই ধরনের বয়কটের তো আমরা গত ৫০ বছর ধরে দেখছি – সেই জিয়াউর রহমানের আমল থেকে, পরে এরশাদ থেকে তার পরবর্তী সময়েও দেখেছি। কিন্তু এর ফলে কি গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে না উন্নতি? ''সামগ্রিকভাবে যদি বিচার করা যায়, তাহলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই পারি যে একেবারে নিচের দিকে কিছুটা ভারত বিরোধী আবেগ সবসময়ই থাকবে যা কখনো-সখনো এই ধরনের প্রচারের মাধ্যমে সামনে আসবে, কিন্তু সার্বিক সম্পর্কের বিরাট পরিবর্তন হবে না। এর কারণ, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আরও দৃঢ় মেলবন্ধনের একটা প্রক্রিয়া চলছে –একটা 'গ্রেটার ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট'। ''আমরা দেখছি, অতীতে যোগাযোগের জন্য যে সড়ক, রেল বা জলপথ ছিল তা সংস্কার করা হচ্ছে। এতে দু'দেশের ব্যবসা বাড়বে। ইতিহাস বলে, যে সম্পর্ক দৃঢ় করার এই প্রচেষ্টা হঠাৎ করে আবার পিছনের দিকে চলে যায় না। ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কও ভবিষ্যতে পিছনে হাঁটবে না," বললেন সর্বজিত চক্রবর্তী। অর্থাৎ, ভারতের পণ্য বয়কটের প্রচারণা স্বল্পসময়ের জন্য একটা আলোড়ন সৃষ্টি করলেও, অদূর ভবিষ্যতে দু'দেশের মধ্যে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের উপরে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারবে না, এটাই সামগ্রিক বক্তব্য ভারতের পর্যবেক্ষকদের। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২১.০২.২০২৪ এলিনা)

২১ জন বিশিষ্ট নাগরিকের হাতে একুশে পদক দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিকের হাতে 'একুশে পদক-২০২৪' তুলে দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার (২০ই ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক প্রদান করেন শেখ হাসিনা। 'অমর একুশে' ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ভাষা আন্দোলনে অবদানের জন্য মৌলভী আশরাফুদ্দীন আহমদ (মরণোত্তর) ও মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া (মরণোত্তর) একুশে পদক পেয়েছেন। শিল্পকলা বিভাগে, সংগীত ক্যাটগরিতে জালাল উদ্দীন খা (মরণোত্তর), মুক্তিযোদ্ধা কল্যানী ঘোষ (মরণোত্তর), বিদিত লাল দাস (মরণোত্তর), এন্ড্রু কিশোর (মরণোত্তর), শুভ্রদেব একুশে পদক পেয়েছেন। এছাড়া, নৃত্যকলা ক্যাটগরিতে শিবলী মোহাম্মদ; অভিনয় ক্যাটগরিতে ডলি জহুর ও এম এ আলমগীরের হাতে একুশে পদক তুলে দেয়া হয়। আবৃত্তি ক্যাটাগরিতে খান মো. মুস্তাফা ওয়ালিদ (শিমুল মুস্তাফা) ও রূপা চক্রবর্তী; চিত্রকলা ক্যাটগরিতে শাহজাহান আহমেদ বিকাশ, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আর্কাইভিং ক্যাটগরিতে কাওসার চৌধুরী এবছরের পদক পেয়েছেন। সমাজসেবা বিভাগে মো. জিয়াউল হক, রফিক আহামদ; ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে মুহাম্মদ সামাদ, লুৎফর রহমান রিটন, মিনার মনসুর, রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (মরণোত্তর) এবং শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপক ড. জিনবোধি ভিক্ষু একুশে পুরস্কার ভূষিত হন। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সদ্য কারামুক্ত মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেছেন দলটির সদ্য কারামুক্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সোমবার (১৯ই ফেব্রুয়ারি) রাতে মির্জা ফখরুল খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর আগে, বৃহস্পতিবার বিকালে কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, সোমবার রাত ৮টা ১০ মিনিটের দিকে মির্জা ফখরুল খালেদা জিয়ার গুলশানের বাসায় যান এবং তার সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন। শায়রুল জানান, বিএনপি মহাসচিব দীর্ঘদিন পর কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ায় তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বলেন, রাত সাড়ে ৯টার দিকে খালেদা জিয়ার বাসা থেকে বের হন মির্জা ফখরুল। প্রায় সাড়ে তিন মাস কারাভোগের পর, ১৫ই ফেব্রুয়ারি জামিনে মুক্তি পান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করুন : শেখ হাসিনা

নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে, সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার (২০ই ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে , অনুষ্ঠানিকভাবে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদক, বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন শেখ হাসিনা। এসময় দেয়া বক্তৃতায় তিনি এ আহবান জানান। একুশে পদক-২০২৪ বিজয়ী, দই বিক্রেতা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী জিয়াউল হকের কর্মের প্রশংসা করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "আমি আপনাদের অনুরোধ করব, প্রতিটি জায়গায় এমন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন, যাদের কোনো প্রচার নেই।" "যারা শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি, তাদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে জিয়াউল হক তার জীবন উৎসর্গ করেছেন;" উল্লেখ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি যোগ করেন, "আমরা যারা সমাজের উঁচু স্তরে রয়েছি তাদের দায়িত্ব, যারা এত বড় ত্যাগ স্বীকার করছে, তাদের খুঁজে বের করা।" প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরস্কারপ্রাপ্তদের শুভেচ্ছা জানান এবং সমাজের প্রতি তাদের নিষ্ঠার প্রশংসা করেন। জিয়াউল হাসান সমাজসেবার জন্য একুশে পদক-২০২৪ লাভ করেন। গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি। একুশে পদক গ্রহণ করার সময় জিয়াউল তার পাঠাগারের জন্য স্থায়ী জমি ও ভবন দাবি করেন। জিয়াউলের দাবি অনুযায়ী তার গণগ্রন্থাগারের জন্য স্থায়ী জমি ও ভবনের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে সফলভাবে জাতিকে ইতিহাস বিকৃতি থেকে মুক্ত করেছে। "আমি বিশ্বাস করি ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর, আমরা অন্তত বিকৃত ইতিহাস থেকে জনগণকে মুক্ত করতে পেরেছি। আজ মানুষ ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে;" বলেন শেখ হাসিনা। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। "ভাষা আন্দোলন করার জন্য বঙ্গবন্ধু কারাগারে ছিলেন। কোনো অবদান না থাকলে তিনি কেন জেলে ছিলেন;"প্রশ্ন করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে, তার সরকার ১৯৭৫-১৯৯৬ সময়কালের হারানো বাংলাদেশের গৌরবময় ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। "আগামীতে এই ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরা বিশ্ব দরবারে মর্যাদা সমুন্নত রেখে, মাথা উঁচু করে চলবো;" শেখ হাসিনা আরো বলেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

ভূমধ্যসাগরের তিউনিসিয়া উপকূলে নৌকাডুবিতে নিহত ৮ বাংলাদেশির পরিচয় প্রকাশ

আফ্রিকার দেশ লিবিয়া থেকে ইউরোপ যাওয়ার চেষ্টাকালে, ভূমধ্যসাগরের তিউনিসিয়া উপকূলে নৌকাডুবিতে নিহত ৮ বাংলাদেশির পরিচয় প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার (২০ই ফেব্রয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে তাদের পরিচয় প্রকাশ করে। নৌকাডুবির এই ঘটনা ঘটেছে ১৩ই ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত সাড়ে ৪টার দিকে। নৌকাটি লিবিয়ার জুয়ারা উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করে ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে ১১টার দিকে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, নৌকায় চালকসহ আরোহী ছিলেন ৫৩ জন। এদের মধ্যে মারা গেছেন ৯ জন। জীবিত আছেন ৪৪ জন। জীবিতদের মধ্যে রয়েছেন; বাংলাদেশের ২৭ জন, পাকিস্তানের ৮ জন, মিশরের ৪ জন, সিরিয়ার ৫ জন। মিশরের এক ব্যক্তি নৌকা চালাচ্ছিলেন। নিহতদের মধ্যে ৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং অন্যজন পাকিস্তানের নাগরিক। আট বাংলাদেশির মধ্যে রয়েছেন; মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার সজল, নয়ন বিশ্বাস, মামুন সেখ, কাজি সজীব, কায়সার। আরো যারা মারা গেছেন, তারা হলেন; গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার রিফাত, রাসেল ও ইমরুল কায়েস আপন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো বলেছে যে নিহতদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশিদের মধ্যে ৭ জন পাসপোর্ট ছাড়া ভ্রমণ করছিলেন বলে জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

বিএনপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেয়া হবে না : ওবায়দুল কাদের

বিএনপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে সরকার বাধা দেবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। আজ মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন (স্বকণ্ঠে) : সহিংস তৎপরতা, সন্ত্রাস, অগ্নিসন্ত্রাস এসব উপাদান যদি আন্দোলনে যুক্ত হয় তাহলে সেখানে বাধা আসবে। আর তারা যদি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়ে এগিয়ে যায় সেখানে আমরা বাধা দেবো কেন! বিএনপির বর্তমান রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন, বাংলাদেশে বিরোধী দলের যে রাজনীতির মূল ইস্যুই তৈরি হচ্ছে সরকারেরকে দোষারোপ করা। বিএনপি নেতা মঈন খান মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে নালিশ করেছেন দেশে মানবাধিকার নেই, গণতন্ত্র নেই। এসব সমালোচনা করে কাদের বলেন, এই হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদলের অবস্থা। তিনি নেতাদের কাছে জানতে চান ৫৪ দলের সরকারবিরোধী যে ঐক্যজোট, এ জোটের শরিকরা কোথায়? সেই ঐক্যই কোথায়? জগাখিচুড়ি ঐক্যজোট কোথায়? নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরেছে, বিএনপি জিতেছে, বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, সবাই জানে নির্বাচনে কারা জিতেছে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২০.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

হারিয়ে যেতে বসেছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির মাতৃভাষা, রক্ষায় জোর প্রচেষ্টার দাবী

জাতিগত ও ভাষা বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। ৫৪টির বেশি জাতিগোষ্ঠীর বসবাস এখানে। তবে ভাষা রয়েছে বাংলাসহ মাত্র ৪১টি। এরমধ্যে ৩৪টি ভাষাই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির। কিন্তু বৈচিত্র্যের বাস্তবতা বেশ সঙ্গীন। কেননা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় পড়াশুনা করার বা কথা বলার সুযোগ না থাকায় এটা হারিয়ে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, শেরপুরে, হারিয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : আমাদের পোলাপান স্কুলে যায় ওখানে শুধু বাংলা চলে। আমাদের জাতীয় ভাষা চলে না। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : আমাদের ভাষা ছিল একটা একসময়, এটা দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অল্প কিছু স্কুলে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ধরে রাখার চেষ্টা করা হলেও, শিক্ষক সংকট দীর্ঘদিনের। তাই ভাষা ধরে রাখতে, প্রতিটি স্কুলে বইয়ের পাশাপাশি, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর শিক্ষক নিয়োগ ও একটি কালচারাল একাডেমি স্থাপনের দাবি তাদের। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে, একযোগে কাজ করার কথা জানান আদিবাসী সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প, আইইডির ফেলো সুমন্ত বর্মণ (স্বকণ্ঠে) : ইতিমধ্যে গারো ভাষার বই পাঠ্যপুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে সরকারের প্রচেষ্টায়। শিক্ষক সংকটের কারণে গারো ভাষার বইটাও স্কুলে পড়ানো হচ্ছে না। এদিকে, মৌলভীবাজার চা বাগানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জাতিসত্তা খাড়িয়া। তাদের মাতৃভাষার নামও খাড়িয়া। চা শিল্পাঞ্চলে কর্মরত অসংখ্য খাড়িয়া জনগোষ্ঠীর প্রাণের ভাষা ছিল এটি। কিন্তু সময়ের গতিধারায় চা বাগান থেকে ভাষাটি এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন মাত্র দুই নারী ৮০ বছর বয়সি ভেরোনিকা কেরকেটা ও ৭৫ বছর বয়সি খ্রিস্টিনা কেরকেটা আদি খাড়িয়া ভাষায় কথা বলতে পারেন। ভেরোনিকা কেরকেটা (স্বকণ্ঠে) : কেমন যেন লাগে মনটাতে একটু দুঃখ লাগে। আমি বলতে পারি কিন্তু আমার ছেলে বলতে পারে না। তারা ইংলিশ বলতে পারে। কিন্তু এই ভাষা বলতে পারে না। খ্রিস্টিনা কেরকেটা (স্বকণ্ঠে) : আমাদের ভাষায় কথা বললে ওরা আরো হাসে। তারা সম্পর্কে দুই বোন। এরা বহু আগেই জাত-পাত, সংস্কৃতি, ভাষায় বৈচিত্র্যপূর্ণ বাংলাদেশের একটি ভাষার শেষ প্রতিনিধি। এই দুইজন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে ভাষাটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খাসি, কোড়া, পাংখুয়া, খাড়িয়া, সৌরা, কোডা, মুন্ডারি, মালতো, কন্দ, খুমি, রেংমিতচা, খিয়াং, পাত্র ও লুসাই ভাষা সহ ৪৩টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২০.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

ইসরায়েলি দখলের অবসান দাবি করেছেন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিয়াদ মালকি ইসরায়েলকে শীঘ্রই গাজায় তাদের যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি এই বলে দেশটির সমালোচনা করেন যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনি জনগণকে তার ভাষ্যমতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে চায়। সোমবার হেগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের এক শুনানিতে বক্তৃতা দেয়ার সময় মালকি বলেন যে "গাজায় চলমান গণহত্যা" কয়েক দশকের ক্ষমা এবং নিষ্ক্রিয়তার ফসল। তিনি এও বলেন যে "ইসরায়েলের দণ্ড থেকে অব্যাহতির অবসান একটি নৈতিক, রাজনৈতিক এবং আইনি বাধ্যবাধকতা।" মালকি আরও বলেন যে বলপ্রয়োগ করে ভূখণ্ড অধিগ্রহণ, নিপীড়ন, জনগণের বিরুদ্ধে জাতিগত বৈষম্য এবং ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করা আন্তর্জাতিক আইনের সবচেয়ে মৌলিক নিয়মগুলোর গুরুতর লঙ্ঘন। আদালতের শুনানি আগামী সোমবার পর্যন্ত চলবে, যেখানে জাপান'সহ ৫৫টি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশ নেবে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, যেখানে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি দখলের বিষয়ে একটি পরামর্শমূলক মতামত জারি করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশের নাগরিক হতে রোহিঙ্গাদের জালিয়াতি

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা প্রতারক চক্রের সহায়তায় জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে যাচ্ছেন। তাদের কেউ কেউ পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দেশের বাইরেও যাচ্ছেন। এই জালিয়াতির কাজে সহায়তা করছে নির্বাচন কমিশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের এক শ্রেণির কর্মচারি-কর্মকর্তা। জালিয়াতির ঘটনা নতুন না হলেও সর্বশেষ আরেকটি চক্রকে আটক করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাইবার অ্যাণ্ড স্পেশাল ক্রাইম ইউনিট (দক্ষিণ)। তারা যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের মধ্যে দুইজন হলেন দিনাজপুরের বিরল পৌরসভার কম্পিউটার অপারেটর মো. আব্দুর রশিদ এবং বিরল উপজেলার রানীপুকুর ইউনিয়নের কম্পিউটার অপারেটর সোহেল চন্দ্র। তাদের সহায়তা নিয়ে এই জালিয়াতির কাজ করত এরকম আরো তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হলেন মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম মুন্না, মো. রাসেল খান ও মো. মোস্তাফিজুর রহমান। সাইবার এন্ড স্পেশাল ক্রাইম ইউনিটের (দক্ষিণ) অতিরিক্ত উপ কমিশনার মো. সাইফুর রহমান আজাদ জানান, ‘‘তারা শুধু জন্ম নিবন্ধনের জন্য কমপক্ষে ৩০ হাজার টাকা করে নিত। এরপর ন্যাশনাল আইডি কার্ড, পাসপোর্ট এসবের জন্য আলাদা টাকা নিত। আমরা জন্ম নিবন্ধন দৈবচয়নের ভিত্তিতে পরীক্ষা করে দেখেছি। তারা রোহিঙ্গাদের যেগুলো দিয়েছে তা সার্ভারে আছে। শুধু নাম, ঠিকানা পরিবর্তন করে দেওয়া। আর এনআইডি আমরা পরীক্ষা করে দেখছি।"

গোয়েন্দা বিভাগের এই দলটি রোহিঙ্গাদের পাসপোর্টসহ আরো ২৬ জনকে পল্টন এলাকা থেকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করেছে। তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত দুই-এক দিনের মধ্যে জানানো হবে বলে জানান ওই কর্মকর্তা। আটক পাঁচজন জানিয়েছেন, তারা রোহিঙ্গাদের দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে জন্ম নিবন্ধন করিয়ে দেন। জন্ম নিবন্ধনের পর জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পাসপোর্ট পেতেও তারা সহায়তা করেন। জন্ম নিবন্ধন হয়ে গেলে ন্যাশনাল আইডি কার্ড ও পাসপোর্টের কাজ সহজ হয়ে যায়। আটকদের মধ্যে দুইজন জানিয়েছেন, তার কক্সবাজার এলাকায় এক হাজার ১৫০ জন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে জন্ম নিবন্ধন করিয়ে দিয়েছেন। এই প্রতারকেরা ফেসবুক ও টেলিগ্রামসহ বিভিন্ন মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপর দেশের বিভিন্ন এলাকার পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে এনআইডির সঙ্গে যুক্ত কর্মচারিদের অর্থের বিনিময়ে কাজে লাগিয়ে জন্ম নিবন্ধন করিয়ে দেয়। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, তারা পৌরসভার কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমে পৌর মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে। তারা বিরল পৌরসভার কম্পিউটার অপারেটর মো. আব্দুর রশিদ এবং বিরল উপজেলার রানীপুকুর ইউনিয়নের কম্পিউটার অপারেটর সোহেল চন্দ্রকে আটক করলেও কুষ্টিয়ার ভেড়ামাড়া এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একটি পৌরসভার মেয়র ও চেয়ারম্যানের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেও রোহিঙ্গাদের জন্ম নিবন্ধন দেওয়ার তথ্য পেয়েছেন। বিরল পৌরসভার মেয়র সবুজার সিদ্দিক জানান, ‘‘কাজের সুবিধার জন্য কম্পিউটার অপারেটর আব্দুর রশিদকে পাসওয়ার্ড দিয়ে রেখেছিলাম। এখন সে কী করেছে তা আমার জানা নেই। আর সে যে এটা করছে তাও আমি বুঝতে পারিনি। সে এইভাবে কতজন রোহিঙ্গাকে জন্ম নিবন্ধন দিয়েছে তা বলতে পারব না। তাকে গোয়েন্দারা ধরে নিয়ে গেছে। কম্পিউটারসহ সব ধরনের পাসওয়ার্ডই তার কাছে। এখন আমাদের কাজকর্মও বন্ধ আছে।" বিরলের রানীপুকুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আল্লামা আজাদ ইকবাল বলেন, ‘‘আমার কম্পিউটার অপারেটর সোহেল চন্দ্র দুই বছর ধরে এখানে কাজ করছে। সে আমাদের বিশ্বস্ত ছিল। এত বড় জালিয়াতি করবে বুঝতে পারিনি। সে ছাড়া আমাদের পৌরসভার আর কোনো কর্মচারি এরসঙ্গে জড়িত নয়।" খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জন্ম নিবন্ধন সার্ভারের পাসওয়ার্ড থাকে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভার মেয়র, ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবদের কাছে। আর ন্যাশনাল আইডি কার্ডের পাসওয়ার্ড থাকে জেলা ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছে। এই দুই জায়গার সার্ভারে প্রতারকরা যে-কোনো উপায়ে ঢুকে রোহিঙ্গাদের জন্ম নিবন্ধন ও ন্যাশনাল আইডি কার্ড দেয়। আর এই দুইটি ডকুমেন্ট থাকলে পাসপোর্ট পাওয়া সহজ হয়। তারপরও পাসপোর্ট করতে গিয়ে সন্দেহজনত আচরণের কারণে অনেক রোহিঙ্গা ধরা পড়ে।

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ইয়াসির নামে এক রোহিঙ্গা যুবক আটক হয়েছেন। তিনি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার পশ্চিম ঘোড়াশাল ইউনিয়নের চার নম্বর ওয়ার্ডের জাকির হোসেন ও হাসিনা বেগমের ছেলে পরিচয়ে জন্মনিবন্ধন সনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে পাসপোর্টের আবেদন করেন। ফিঙ্গার প্রিন্ট ও ছবি তুলতে গিয়ে সন্দেহজনক আচরণের কারণে তিনি ধরা পড়েন। ওই যুবক মিয়ানমারের বালি বাজার এলাকার বাসিন্দা। তিনি কক্সবাজারের বালুখালি ক্যাম্পে থাকেন। ওই ঘটনায় রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট করিয়ে দেয়া চক্রের তিন জনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ১৪টি পার্সপোর্ট উদ্ধার করা হয়। সম্প্রতি কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ কুড়িগ্রাম ও গাজীপুরেও মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের পাসপোর্ট করতে গিয়ে আটক হয়েছেন। জানা গেছে জন্ম নিবন্ধন, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট এই পুরো কাজ করতে পাঁচ থেকে আট লাখ টাকায় চুক্তি করেন প্রতারকেরা। আবার এটা তারা ধাপে ধাপেও চুক্তি করেন। আর মিথ্যা তথ্য দিয়ে এগুলো করা হলেও রোহিঙ্গারা অরিজিন্যাল ডকুমেন্টই পায়। তাদের সবকিছুই সার্ভারে থাকে। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রামের কাট্টলি এলাকা থেকে বাংলাদেশি পাসপোর্টসহ তিন রোহিঙ্গা যুবককে আটক করে পুলিশ। তারা নোয়াখালী আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে পাসপোর্ট করিয়েছিলেন। ওই

একই বছর (২০১৯ সালে) চট্টগ্রামে জালিয়াতি করে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়ার বড় ঘটনা ধরা পড়ে। ওই ঘটনায় তখন নির্বাচন কমিশনের সাতজন কর্মচারীসহ ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আরো কয়েকজনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে পাঁচজন আদালতে দেয়া জবানবন্দিতে এনআইডি সার্ভারে ঢুকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়ার কথা স্বীকার করেন। ওই ঘটনায় তখন তিনটি তদন্ত কমিটি হয়েছিল।

জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনু বিভাগের সিস্টেম ম্যানেজার মো. রফিকুল ইসলাম জানান গাজীপুরেও সম্প্রতি এইধরনের আরেকটি জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়েছে। সেটার তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু বলা যাবে না। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মো. রফিক নামে এক রোহিঙ্গা গাজীপুর জেলা নির্বাচন অফিস থেকে ভুয়া পরিচয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়েছেন। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ও নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানান, ''ডিবির হাতে পাঁচজন আটক হওয়ার পর আমরা সারাদেশে সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছি। আজকের (মঙ্গলবার) মধ্যে জেলা উপজেলার সব পাসওয়ার্ড পরিবর্তন হয়ে যাবে। আগে খুব সাধারণ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা হতো, যা হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। এখন আমরা শক্ত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে বলেছি। আলফা নিউমেরিক পাসওয়ার্ড দিতে বলেছি। আগে ১, ২, ৩ এভাবে সিরিয়ালি পাসওয়ার্ড দিতো।'' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''২০১৯ সালে চট্টগ্রামে রোহিঙ্গাদের ন্যাশনাল আইডি কার্ড দেয়ার ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলছে। কয়েকজনের চাকরি চলে গেছে। কয়েকজন সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন।''

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:২০.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

বিরোধীদল সহিংস তৎপরতা চালালে আওয়ামী লীগ প্রতিহত করবে: ওবায়দুল কাদের

বিরোধীদল সহিংস তৎপরতা চালালে আওয়ামী লীগ প্রতিহত করবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মঙ্গলবার ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে বিরোধীরা কর্মসূচি পালন করলে সরকার কোনো বাধা দিবে না। তিনি আরো বলেন মার্কিন দূতাবাসে এখনো নালিশ করে বেড়াচ্ছে বিএনপি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫.ঘ. ২০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ষড়যন্ত্রকারীদের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান অভিনন্দন জানানোর ঘটনায় ষড়যন্ত্রকারীদের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ। মঙ্গলবার দুপুরে প্রেসক্লাবে ডিইউজের বার্ষিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন নির্বাচন ঘিরে অনেক প্রতিকূলতা ছিল যারা নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল তারা নির্বাচনের পর বিদেশিদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ৭০ টি দেশের নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি তারা বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করার কথা জানিয়েছেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

শামসুজ্জামান দুদুর বিরুদ্ধে পৃথক তিন মামলায় জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত

বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদুর বিরুদ্ধে রাজধানীর পল্টন থানায় আলাদা পৃথক তিন মামলায় জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার দুপুরে শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সুলতান সোহাগ উদ্দিনের আদালত এই আদেশ দেন। এর আগে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি এই একই আদালত দুদুর আরো পাঁচ মামলার জামিনের আদেশ দেন। শামসুজ্জামান দুদুর আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদার জানান নতুন করে এই তিন মামলার জামিন হওয়ায় সবগুলো মামলাতেই তার জামিন মঞ্জুর হলো। তাই কারামুক্তিতে তার আর কোনো বাধা রইল না। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ভোজ্যতেলের নতুন দাম নির্ধারণ করেছে সরকার

ভোজ্যতেলের নতুন দাম নির্ধারণ করেছে সরকার। লিটার প্রতি ১০ টাকা কমিয়ে বোতলজাত সয়াবিনের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬৩ টাকা। এছাড়া খোলা সয়াবিন তেলের দাম লিটার প্রতি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪৯ টাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় ট্রাস্ক ফোর্স এর বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরো জানান বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি করতে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। এখন অফিসিয়াল কাগজ পেলে দ্রুত ভারত থেকে বাংলাদেশে পেঁয়াজ নিয়ে আসা হবে।

(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা সংশোধনের খসড়ার অনুমোদন দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন

উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা সংশোধনের খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। খসড়ায় বলা হয়েছে কোনো পদে সমান ভোট পেলে পুনরায় ভোটের পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান ইসি সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। এছাড়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের জামানত ১০ হাজার টাকা

বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা এবং উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীদের জামানত ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

দীর্ঘ ১৫ ঘণ্টার জটিল অপারেশনের পর আলাদা হলো মেরুদণ্ড জোড়া লাগানো শিশু নুহা ও নাবা

দীর্ঘ ১৫ ঘণ্টার জটিল অপারেশনের পর আলাদা হলো কুড়িগ্রামের মেরুদণ্ড জোড়া লাগানো শিশু নুহা ও নাবা। সোমবার সকাল ৯ টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বিএসএমএমইউতে জটিল অস্ত্রোপচার করে তাদের পৃথক করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন অস্ত্রোপচার পরবর্তী অবস্থায় নূহা ও নাবা ভালো আছে। মঙ্গলবার দুপুরে বিএসএমএমইউ-এর কেবিন ব্লকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিশু দুটির সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ রুবাইয়)

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সুগন্ধা বিচের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু বিচ রাখা হয়েছে

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের সুগন্ধা বিচ পয়েন্টের নাম পাল্টে বঙ্গবন্ধু বিচ রাখা হয়েছে। আর কলাতলী ও সুগন্ধা বিচের মাঝখানের এলাকাকে বীর মুক্তিযোদ্ধা বিচ নামকরণ করা হয়েছে। সোমবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব মোঃ শাহেদ উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দ্বিতীয় ধাপের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে

সরকারি সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দ্বিতীয় ধাপের অর্থাৎ খুলনা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল আজ মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় ২০৬৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এই ফলাফল পাওয়া যাবে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫. ঘ. ২০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

তিউনেশিয়া উপকূলে নৌ দুর্ঘটনায় নিহত নয় জনের মধ্যে আটজনই বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে নৌকায় করে সাগর পথে ইউরোপ যাত্রা করে তিউনিসিয়া উপকুলে নৌ দুর্ঘটনায় নিহত নয় জনের মধ্যে ৮ জনই বাংলাদেশি। এছাড়া ওই ঘটনায় ২৭ বাংলাদেশি নাগরিককে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। এদিকে গাজীপুরের টঙ্গীতে যাত্রীবাহী বাসের চাপায় ডুয়েট শিক্ষকসহ ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের কাদেরিয়া গেট এলাকায় বিআরটি ফ্লাইওভার-এ ঘটনা ঘটে। এছাড়া আজ সকালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে ধাক্কা লেগে দুই যাত্রী নিহত হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন আরো একজন। মঙ্গলবার সকালে রূপগঞ্জের বড়পা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে একুশে পদক তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে একুশে পদক-২০২৪ তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার বেলা ১১:৩০ টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এবার পদক প্রাপ্তদের ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের তৈরি পয়ত্রিশ গ্রাম ওজনের একটি করে পদক, চার লাখ টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেয়া হয়। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি সরকার নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য একুশে পদকের জন্য ২১ জন বিশিষ্ট নাগরিকের নাম ঘোষণা করেন। এবছর ভাষা আন্দোলন ক্যাটাগরিতে ২ জন, শিল্পকলায় ১২ জন, সমাজ সেবায় ২ জন, ভাষা ও সাহিত্যে ৪ জন এবং শিক্ষায় একজন বিশিষ্ট নাগরিক এই পুরস্কার পেয়েছেন। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ আসাদ)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে ঘিরে কোনো ধরনের নিরাপত্তার ঝুঁকি নেই : র‍্যাব মহাপরিচালক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে ঘিরে কোনো ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন র‍্যাব মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা পরিদর্শন শেষে তিনি কথা জানান। র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন যে-কোনো ধরনের নাশকতা রোধে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শহিদ মিনারের আশেপাশের সাদা পোশাকে থাকবে র‍্যাবের গোয়েন্দা সদস্যরা। এছাড়া ডগ স্কোয়াড, সিসিটিভি ক্যামেরা, হেলিকপ্টার ও ড্রোনের মাধ্যমে পুরো এলাকা নজরদারির মধ্যে রাখা হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের পাশাপাশি সারাদেশে সব অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে র‍্যাব।(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ আসাদ)

শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে নতুন কমিটি করে দিয়েছেন হাইকোর্ট

রাজধানীর বাড্ডার ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুন্নতে খতনার জন্য অজ্ঞান করার শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে পাচ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আতাবুল্লার হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এ সময় আদালত বলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কমিটির রিপোর্ট তাদের মনঃপুত হয়নি তাই নতুন কমিটি করে দেয়া হলো। কমিটি এক মাসের মধ্যে আয়ানের মৃত্যুর পুরো ঘটনা তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করবে। রাজধানীর একটি বেসরকারি স্কুলের নার্সারি শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল আয়ান। গত ৩১শে ডিসেম্বর বাড্ডার সাতারকুল ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুন্নতে

খতনার জন্য অজ্ঞান করা হয় তাকে। এরপর জ্ঞান না ফেরায় তাকে সেখান থেকে নেয়া হয় ইউনাইটেড হাসপাতালের গুলশান শাখায়। সেখানে টানা সাত দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর শিশুটির মৃত্যু হয়।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ আসাদ)

নওগাঁর সাপাহারে একটি মাদ্রাসা কেন্দ্রে দাখিল পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার অভিযোগে আটান্ন জন আটক

নওগার সাপাহারে শরবত উল্লাহ মাদ্রাসা কেন্দ্রে ৫৭ জনের বিরুদ্ধে দাখিল পরীক্ষায় প্রশ্ন দেওয়ার ভয়ংকর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় কেন্দ্র সচিব-সহ ৫৮ জনকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে পরীক্ষা চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই কেন্দ্রে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করেন সাপাহার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদ হোসেন। এর আগে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রথম ও বাংলা দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষায় একইভাবে অংশগ্রহণ করেছিল ওই শিক্ষার্থীরা।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ আসাদ)

দেশের ৫ বিভাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকা-সহ দেশের পাঁচ বিভাগে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। একইসঙ্গে সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। মঙ্গলবার সকাল ৯ টা থেকে আগামী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস তুলে ধরে আবহাওয়াবিদ মো. শাহীনুল ইসলাম জানান ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু -এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশ-সহ আবহাওয়া প্রথমত শুষ্ক থাকতে পারে। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ২০.০২.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

২১ আমাদের শিখিয়েছে মাথানত না করা : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, '২১শে আমাদের শিখিয়েছে মাথানত না করা। আমরা মাথা উঁচু করেই চলব। বিশ্বের বুকে মর্যাদা নিয়ে চলব। উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব। 'মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক-২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। পদকপ্রাপ্ত জিয়াউল হকের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'দরিদ্র একজন মানুষ সমাজকে নিয়ে ভেবেছেন, কাজ করেছেন। দই বিক্রি করে পাঠাগার করেছেন, তিনি আমাকে বলেছেন, ওই পাঠাগারের স্থায়ী জমি দরকার। তার করে দেওয়া স্কুলটিও সরকারি করার জন্য বলেছেন। আমি খোঁজখবর নেব। তাদের জন্য করব, জাতির পিতার কন্যা হিসেবে বলছি।' তিনি বলেন, '২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। সারা পৃথিবী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালন করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হারিয়ে যাওয়া মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য একটি ইনস্টিটিউট করে দিয়েছি। আজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কয়েকজনকে আমরা একুশে পদক দিতে পেরে আনন্দিত, গর্বিত। সমাজে আরো অনেক গুণী আছে। একসঙ্গে তো সবাইকে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ত্যাগী এই মানুষদের খুঁজে বের করা সমাজের উচ্চ শ্রেণির দায়িত্ব। 'প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম গড়ে তুলেছিলেন, তার পথ বেঁয়ে আসছে আমাদের স্বাধিকার। দুঃখের বিষয় ভাষা আন্দোলনে জাতির পিতার অবদান মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। আমরা সে সময়কার গোয়েন্দাদের প্রতিবেদন নিয়ে বই বের করেছি। সেসব গোয়েন্দা প্রতিবেদনে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান উঠে এসেছে। অনেকে বলেন তিনি তো জেলে ছিলেন। আসলে তিনি জেলে ছিলেন কেন? আন্দোলন গড়ে তুলেছেন বলেই তো।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

একুশে পদক পেলেন ২১ বিশিষ্টজন

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি চলতি বছর একুশে পদক পেয়েছেন। মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবার ভাষা আন্দোলনে দুইজন, শিল্পকলায় ১২ জন, শিক্ষায় একজন, সমাজসেবায় দুইজন এবং ভাষা ও সাহিত্যে ৪ জন একুশে পদক পেয়েছেন। পদক বিজয়ীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নিজ নিজ পদক গ্রহণ করেন। মরণোত্তর একুশে পদক বিজয়ীদের পক্ষে তাদের পরিবারের সদস্যরা এ পদক গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলন ক্যাটাগরিতে মরণোত্তর একুশে পদক পেয়েছেন আশরাফ উদ্দীন আহমদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া। আশরাফ উদ্দীন আহমদের পুত্র শরীফ আহমদ সাদিক ও হাতেম আলী মিয়ার স্ত্রী জাহানারা বেগম পদক গ্রহণ করেন। শিল্পকলার বিভিন্ন শ্রেণিতে পদক পাওয়া ১২ জন হলেন, সংগীতে জালাল উদ্দীন খাঁ, মরণোত্তর, বীর মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণী ঘোষ, বিদিত লাল দাস, মরণোত্তর, এন্ড্রু কিশোর, মরণোত্তর ও শুভ্র দেব। অভিনয়ে ডলি জহুর ও এম এ আলমগীর, আবৃতিতে খান মোঃ মুস্তাফা ওয়ালীদ ও রূপা চক্রবর্তী, নৃত্যকলায় শিবলী মোহাম্মদ এবং চিত্রকলায় শাহজাহান আহমেদ বিকাশ। জালাল উদ্দীন খাঁর পক্ষে নাতি গোলাম ফারুক খান, বিদিত লাল দাসের পক্ষে পুত্র বিশ্বদীপ লাল দাস, এন্ড্রু কিশোরের পক্ষে তার স্ত্রী লিপিকা এন্ড্রু পদক গ্রহণ করেন। শিল্পকলা ক্যাটাগরিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ ও আরকাইভিং-এ পদক পেয়েছেন কাওসার চৌধুরী। সমাজসেবায় পদক পেয়েছেন মোঃ জিয়াউল হক ও আলহাজ রফিক আহামদ এবং শিক্ষায় প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু। এছাড়া ভাষা ও সাহিত্যে পদক জিতেছেন মুহাম্মদ সামাদ, লুৎফর রহমান রিটন, মিনার মনসুর ও রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, মরণোত্তর। রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর পক্ষে পদক নিয়েছেন তার ভাই অধ্যাপক ডা.

মুহম্মদ সাইফুল্লাহ। নির্বাচিত প্রত্যেককে ৪ লাখ টাকার চেকসহ ৩৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, রেপ্লিকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়। ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে চালু করা একুশে পদক সরকার প্রতিবছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দিয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্ত সুধীজনে নাম ঘোষণা ও পরিচিতি পাঠ করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ। স্বাগত বক্তব্য দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসনা জাহান খানম।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিএনপির জগাখিচুড়ি ঐক্যজোট এখন কোথায় : সেতুমন্ত্রী

বিএনপির শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেবে না সরকার। তবে আন্দোলনের সহিংসতার উপাদান যুক্ত হলে বাধা আসবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি আজ মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে একথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, 'বাধা দেওয়ার মত সহিংস তৎপরতা, সন্ত্রাস, অগ্নিসন্ত্রাস এসব উপাদান যদি আন্দোলনে যুক্ত হয় তাহলে বাধা আসবে। তারা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি দিলে আমরা বাধা দিব কেন?' বিএনপির বর্তমান রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বাংলাদেশে বিরোধী দলের যে রাজনীতির মূল ইস্যুই হচ্ছে যত দোষ নন্দ ঘোষ সরকারের। সরকারই সব অপরাধে অপরাধী। তারা নালিশ করতে যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বিএনপি নেতা মঈন খান মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে নালিশ করেছেন দেশে মানবাধিকার নেই, গণতন্ত্র নেই। এ হচ্ছে আমাদের প্রধান বিরোধীদলের অবস্থা। বিএনপি নেতাদের কাছে জানতে চাই, ৫৪ দলের সরকার বিরোধী যে ঐক্যজোট, এ জোটের শরিকরা কোথায়? সেই ঐক্য কোথায়? জগাখিচুড়ি ঐক্যজোট কোথায়? এখন সরকারের ওপর দোষ দিয়ে পার পাওয়া যাবে?' নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরেছে, বিএনপি জিতেছে, বিএনপি নেতাদের এমন বক্তব্যের বিষয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'সবাই জানে নির্বাচনে কারা জিতেছে। নির্বাচনে অংশ না নিয়েই বিএনপি জিতে গেল? এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কী?' চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, ব্যবস্থা হচ্ছে, নতুন করে চিন্তা ভাবনা করছি। দলে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে যত কঠোর হওয়া দরকার হবো। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক, এস এম কামাল হোসেন, মির্জা আজম, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন-সহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতারা। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

শেখ রাসেল ও জাতির পিতার আদর্শের কথাগুলো আমাদের পৌঁছে দিতে হবে : স্থানীয় সরকারমন্ত্রী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, '২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে আজকের শিশু-কিশোরদের উপযুক্ত করে তৈরি করতে হবে।' শিশু-কিশোরদের মাঝে শেখ রাসেল ও জাতির পিতার আদর্শের কথাগুলো আমাদের পৌঁছে দিতে হবে। আজকের শিশুরা যাতে আদর্শ নাগরিক হয়ে বড় হয় সেই পরিবেশ আমাদের তৈরি করে দিতে হবে। 'মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডিতে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের ৩৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে র‍্যালি, শিশু-কিশোর সমাবেশ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি এ কথা বলেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশের যে পথনকশা তৈরি করেছেন সেই পথে উপযুক্ত নাগরিক হতে হলে শিশু-কিশোরদের এখন থেকেই জাতির পিতার আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে।' একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'শিশু-কিশোররা লেখাপড়া করে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হলেই সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আমাদের জন্য সহজ হবে।' মন্ত্রী এ সময় বর্তমানে মাদক ও দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'শিশু-কিশোরদের নৈতিক বলে বলিয়ান করে গড়ে তুলতে পারলেই সমাজকে অনেক অবক্ষয় থেকে মুক্ত করা সম্ভব।' স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এরপরে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন করে পরিদর্শন বইতে সই করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

পর্যটন খাত উন্নয়নে মালদ্বীপের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ : সালমান এফ রহমান

দেশের পর্যটন খাত উন্নয়নে মালদ্বীপের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায় বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। সোমবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি সকালে উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের গুলশান কার্যালয়ে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলী জান্নাহ এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, 'উভয় দেশের বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্পর্ক আরো জোরদার ও বহুমুখী করার বিষয়ে আন্তরিক পরিবেশে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এছাড়া মালদ্বীপের পর্যটন খাতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটন খাত সমৃদ্ধ হতে পারে। মালদ্বীপের রিসোর্ট ও হোটেল সংশ্লিষ্ট সাপ্লাই চেইনে যুক্ত হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও দেশটিতে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিরও সুযোগ রয়েছে।' সৌজন্য সাক্ষাৎকালে উভয়েই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলী জান্নাহ বলেন, 'আমরা সমন্বিত যৌথ উদ্যোগ নিতে পারি যা উভয় দেশের

জনগণের জন্য লাভজনক হবে। 'বাংলাদেশি কর্মীদের মালদ্বীপের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তার সরকারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

তিন ইস্যুতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনা

ঢাকা সফরত ঘানার পররাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সংহতি বিষয়ক মন্ত্রী শার্লি আয়োরকর বোচওয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে পণ্য রফতানি, চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ এবং কমনওয়েলথ ইস্যুতে গুরত্ব দেয় উভয়পক্ষ। মঙ্গলবার, ২০শে ফ্রেব্রুয়ারি দুপুরে দুই মন্ত্রীর বৈঠক শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন আফ্রিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এফ এম জাহিদ উল ইসলাম ও মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরীন। মহাপরিচালক জাহিদ উল ইসলাম বলেন, 'তিনটি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা কী কী পণ্য ঘানাতে রফতানি করতে পারি তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফার্মাসিউটিক্যালস, পাট ও পাটজাত পণ্য। চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদের জন্য ঘানা উপযুক্ত কি না এবং আমরা এ ব্যাপারে সমঝোতায় যেতে পারি কি না তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। 'তিনি বলেন, 'ঘানা কমনওয়েলথভুক্ত একটি রাষ্ট্র। আগামী অক্টোবরে সামোয়াতে সেক্রেটারি হেডস অব লিডারদের সম্মেলন আছে। সেই সম্মেলনে কমনওয়েলথ সেক্রেটারি নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মূলত এ তিনটি বিষয়ে আমরা ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি।' মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘানার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শার্লি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বলে জানান মহাপরিচালক। আফ্রিকায় চুক্তিভিত্তিক চাষাবাদ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আফ্রিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালক বলেন, '২০১৬ সালে ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হয়েছে। এখনো সেই অর্থে আলোর মুখ দেখেনি। তবে আমরা ঘানার সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং কাম্পালায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাইডলাইন মিটিং হয়েছে। উগান্ডা আমাদের ২০ হাজার হেক্টর জমি লিজ আকারে দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। আমরা এফবিসিসিআই-এর সঙ্গে মিটিং করেছি। উগান্ডাতে আমরা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সফর করব।' কমনওয়েলথে সেক্রেটারি প্রার্থিতা প্রসঙ্গে জাহিদ উল ইসলাম জানান, '৩১শে মার্চ ডেডলাইন। তানজানিয়া আবেদন তুলে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত তিনটি দেশ আছে। গাম্বিয়া, ঘানা এবং লেসেতো।' এ সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরীন বলেন, 'দুই মন্ত্রীর আলোচনায় বাংলাদেশ থেকে ফার্মাসিউটিক্যালস, পাট ও পাটজাত পণ্য ছাড়াও সিরামিকস ও লেদার পণ্য রফতানির বিষয়টি ছিল। আমাদের মন্ত্রী বলেছেন, যদি ঘানা থেকে কৃষিজমি লিজ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের লোকজন সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করলে এটা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য দুই দেশের জন্য উইন-উইন সিচুয়েশন তৈরি হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

হুমকি না থাকলেও সব ধরনের প্রস্তুতি আছে র‍্যাবের

হুমকি না থাকলেও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন র‍্যাব মহাপরিচালক, ডিজি অতিরিক্ত আইজিপি এম খুরশীদ হোসেন। মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় জাতীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো ধরনের হুমকি নেই। তবে আমরা সার্বক্ষণিক যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত।' র‍্যাব ডিজি বলেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আজ থেকে সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি রোধে ঢাকাসহ সারাদেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক র‍্যাব সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। গত ১৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে র‍্যাবের সাদা পোশাকধারী সদস্যরা গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি র‍্যাবের বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট ও ডগ স্কোয়ার্ড প্রয়োজনীয় সুইপিং করবে।' যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় র‍্যাবের স্পেশাল ফোর্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে উল্লেখ করে র‍্যাব মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেন বলেন, 'র‍্যাবের হেলিকপ্টার সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার রাস্তায় চেকপোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তল্লাশি করা হবে।' তিনি আরো বলেন, 'নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এবং ইভটিজিং প্রতিরোধে সতর্ক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভার্চুয়াল জগতে উসকানিমূলক ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানো রোধে র‍্যাবের সাইবার ইউনিট অনলাইনে নজরদারি অব্যাহত রাখবে। র‍্যাব সদর দফতরের কন্ট্রোল রুম থেকে সারাদেশের ব্যাটালিয়নগুলোতে মনিটরিং করা হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে র‍্যাব ডিজি বলেন, 'কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে সাতটি সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। যা ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাজ করবে। নিরাপত্তার বিষয়ে সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে র‍্যাবের।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

বাংলাদেশকে পেঁয়াজ দিতে নীতিগত সম্মতি দিয়েছে ভারত : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশকে পেঁয়াজ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি জানিয়েছেন, 'নীতিগতভাবে ভারত সরকার পেঁয়াজ দেওয়ার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। এখন অফিসিয়ালি কাগজ পেলে দ্রুত ভারত থেকে বাংলাদেশে পেঁয়াজ নিয়ে আসা হবে।' মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'ভারত থেকে পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানির জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো আমরা নিয়েছি, নীতিগতভাবে ভারত সরকার সে বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে। এখন আমরা অফিসিয়ালি কাগজ

পেলে দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে পেঁয়াজ আনতে পদক্ষেপ নেব।' এর আগে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প, বস্ত্র ও ভোগ্যপণ্য এবং খাদ্য ও গণবিতরণ বিষয়ক মন্ত্রী পীযূষ গয়ালের সঙ্গে গত ২৪শে জানুয়ারি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু টেলিফোনে আলাপ করেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীকে ১ লাখ টন চিনি ও ৫০ হাজার টন পেঁয়াজ সরবরাহের পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানান। এদিকে ইকোনমিক টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, ভারত পেঁয়াজ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ উঠিয়ে নেয়নি। তবে দেশটি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে সীমিত পরিমাণে পেঁয়াজ রফতানি করবে। ওই খবরে আরও বলা হয়, ঠিক কী পরিমাণে পেঁয়াজ ভারত সরকার রফতানি করবে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আর কবে থেকে এই রফতানি প্রক্রিয়া শুরু হবে সে বিষয়েও জানাতে পারেনি ইকোনমিক টাইমস। ভারতীয় বড় রফতানিকারকরা গত রোববার সে দেশের সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, স্থানীয় বাজারে সরবরাহ বাড়ার কারণে সীমিত পরিসরে পেঁয়াজ রফতানির জন্য অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। ভারতের মহারাষ্ট্রের নাসিক এলাকায় এরই মধ্যে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ৪০ রুপি থেকে ১৩ রুপিতে নেমে এসেছে। রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর থেকে দেশটিতে পেঁয়াজের এই অন্যতম উৎপাদনস্থলের কৃষকরা তা প্রত্যাহারের জন্য বিক্ষোভ করে আসছিলেন। নাসিক জেলা পেঁয়াজ ব্যবসায়ী সমিতি বেশ কয়েক দফায় প্রতিবাদ কর্মসূচিও পালন করে। ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফরেন ট্রেড বা বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক মহাপরিচালকের কার্যালয় গত ৭ই ডিসেম্বর চলতি বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। তবে এর আগে গত আগস্টে দেশের বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পেঁয়াজ রফতানিতে ভারত সরকার ৪০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল। এরপর গত অক্টোবরে পেঁয়াজের সর্বনিম্ন রফতানি মূল্য নির্ধারণ করা হয় টন প্রতি ৮০০ মার্কিন ডলার। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ বাড়াতে এসব পদক্ষেপ খুব বেশি কার্যকর না হওয়ায় পেঁয়াজ রফতানি পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় ভারত সরকার। এরপর হুট করেই বাংলাদেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায়। এখন খুচরা পর্যায়ে এক কেজি পেঁয়াজ ১২০ থেকে ১৩০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে টাস্কফোর্সের সভা শেষে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, '১লা মার্চ থেকে ভোজ্যতেলের নতুন দাম কার্যকর হবে। নতুন মূল্য অনুযায়ী, প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম ১০ টাকা কমবে। এতে বোতলের এক লিটারের সয়াবিন তেলের দাম হবে সর্বোচ্চ ১৬৩ টাকা। এছাড়া খোলা তেলের সর্বোচ্চ মূল্য থাকবে ১৪৯ টাকা। আর ৫ লিটারের বোতল ৮০০ টাকায় বিক্রি হবে।' টিটু বলেন, মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমরা যেন বর্ডার থেকে নদীপথে আনতে পারি সে ধরনের একটি এমওইউ ড্রাফট আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এসেছে।' তিনি বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি উনি ব্যাপারটিকে পজিটিভলি নিয়েছেন। আমাদের যিনি নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন ওনাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের যে দ্বিপাক্ষিক নৌ-পরিবহন চুক্তি আছে তার মাধ্যমে আমরা যেন মিয়ানমার থেকে সহজে পণ্য বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারি।' তিনি আরো বলেন, 'কৃষি মন্ত্রণালয় বছরে দুইবার পেঁয়াজ উৎপাদনের যে উদ্যোগ নিচ্ছে আমরা আশা করছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে চালের মতো এটিতেও আমাদের আমদানি নির্ভর হতে হবে না।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

অর্থ পাচারের ৮৫ শতাংশই আমদানি-রফতানির আড়ালে : বিএফআইইউ প্রধান

অর্থ পাচারের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশই হচ্ছে আমদানি-রফতানির আড়ালে। ব্যাংকিং চ্যানেলে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসের মাধ্যমে এসব অর্থপাচার হয়। ব্যাংক যদি এটি বন্ধে সহযোগিতা না করে তাহলে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তবে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা ও সহযোগিতায় ১০ দেশের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করা হচ্ছে। মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বিএফআইইউ-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সংস্থাটির প্রধান মাসুদ বিশ্বাস। এসময় বিএফআইইউ-এর নির্বাহী পরিচালক রফিকুল ইসলাম, বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগের পরিচালক সারোয়ার হোসেন, বিএফআইইউ-এর অতিরিক্ত পরিচালক কামাল হোসাইন-সহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিএফআইইউ-এর প্রধান মাসুদ বিশ্বাস বলেন, 'বাণিজ্যের আড়ালে ব্যাংকিং চ্যানেলে আন্ডার ইনভয়েস ও ওভার ইনভয়েসের মাধ্যমে অর্থপাচার হচ্ছে। এর মাধ্যমে পণ্যমূল্যের চেয়ে বেশি দেখিয়ে অর্থ পরিশোধ করা হয়। এ বিপুল পরিমাণ মানি লন্ডারিংয়ের সিংহভাগ হচ্ছে ব্যাংকের মাধ্যমে। ব্যাংক যদি এটা বন্ধে সহযোগিতা না করে তাহলে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়। ব্যাংক যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা করে তাহলে আগেই পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব।' তিনি বলেন, আমরা এখন জোর দিয়েছি অর্থপাচার আর যেন না হয়। ই-কমার্সের মাধ্যমেও পাচার হয়। কিন্তু ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানকে বিএফআইইউ ব্যবসার লাইসেন্স দেয় না। পাচার হয়ে যাওয়ার পর তথ্য দেওয়া হয়, তখন করার কিছু থাকে না। কারণ একবার মানি লন্ডারিং হলে তা ফেরত আনা কঠিন, ফেরত আসে না। এখানে বহু দেশ, বহু পক্ষ জড়িত থাকে। পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা ও সহযোগিতার জন্য ১০ দেশের সঙ্গে এমওইউ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।' অর্থপাচার বন্ধে ব্যাংকগুলোর বড় ভূমিকা রয়েছে উল্লেখ করে বিএফআইইউ প্রধান বলেন, 'আমদানি-রফতানির তথ্য যাচাই-বাছাই করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ তদারকির কারণে মানি লন্ডারিং কমছে। তবে অর্থপাচার বন্ধে ব্যাংকগুলোর বড় ভূমিকা থাকে। তারা প্রতিটি এলসি যাচাই-বাছাই করলে, তথ্য দিলে অনেকাংশেই বন্ধ হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

জাতির যে-কোনো সংকট মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন : আইজিপি

জাতির যে-কোনো সংকট মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক, আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের হল অব প্রাইডে ডিআইজি থেকে অতিরিক্ত আইজিপি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র‍্যাংক ব্যাজ অলংকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আইজিপি বক্তব্যের শুরুতে বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে পুলিশ।' তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুলিশ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সক্ষম হয়েছে। আগামীতেও আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত যে-কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুলিশ সক্ষম।' পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আইজিপি বলেন, 'এ পদোন্নতি আপনাদের কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি।' পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে জনগণকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এসময় বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি এবং তাদের সহধর্মিনীরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ পুলিশের রীতি অনুযায়ী পদোন্নতিপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আইজিপিদের আইজিপি এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহধর্মিনীরা র‍্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের ১৪ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত আইজিপি পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৬৭ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত

দেশে ক্রমেই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৬৭ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এসময়ে দেশে করোনায় কারো মৃত্যুর তথ্য পাওয়া যায়নি। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৪৮৬ জনে। আর শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৮ হাজার ৭ জনে। মঙ্গলবার, ২০শে ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৮৫টি পরীক্ষাগারে ৭৯২টি নমুনা পরীক্ষায় ৬৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়। তাদের মধ্যে ৫৯ জনই ঢাকার রোগী। এছাড়া সাতজন চট্টগ্রাম ও একজন ময়মনসিংহ বিভাগের বাসিন্দা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ।গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তদের মধ্যে থেকে সেরে উঠেছেন ২৫ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ১৫ হাজার ১১৬ জনে। সুস্থতার হার ৯৮ দশমিক ৩৯ শতাংশ।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ২০.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

US CALLS FOR TEMPORARY GAZA CEASEFIRE IN UN TEXT

The US has proposed a draft resolution at the UN Security Council which calls for a temporary ceasefire in Gaza. It has also warned Israel against invading the overcrowded city of Rafah. The US has previously avoided the word ceasefire during UN votes on the war, but Pressure Joe Biden has made similar comments. However, the US plans to veto another draft resolution - from Algeria - which calls for an immediate humanitarian ceasefire. More than a million displaced Palestinians, who represent about half of Gaza's population, are crammed into Rafah after being forced to seek shelter there.
(BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

NAVALNY'S BODY TO BE HELD FOR TWO WEEKS

The family of Alexei Navalny, the Putin critic who died in a Russian prison, have reportedly been told his body will not be released for two weeks. His mother was informed it was being held for chemical analysis, a representative for Navalny said. There has been no confirmation of the whereabouts of the body from Russian authorities, while efforts to locate it have been repeatedly shut down. His wife, Yulia Navalnaya, has demanded the return of his body. (BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

RUSSIA ACCUSED OF EXECUTING PRISONERS OF WAR IN AVDIIVKA

Last week, Ukrainian forces surrendered the eastern city of Avdiivka, which they had for months been desperately defending against a brutal Russian onslaught. The conquest of Avdiivka represents a strategic and symbolic victory for Russia, strengthening its defence of the regional capital, Donetsk, and potentially opening up avenues for further offensive against Ukrainian-held territory. Ukrainian commander-in-chief Oleksandr Syrskyi says he ordered a retreat from the city in order to save soldiers lives.
(BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

RUSSIAN PILOT WHO DEFECTED TO UKRAINE SHOT DEAD

The body of a man who was shot dead in Spain is believed to be that of a Russian helicopter pilot who defected to Ukraine last year. In August, Maxim Kuzminov flew a helicopter into Ukrainian territory, where he handed himself in. Spanish police have not publicly confirmed the identity of the man, who was killed near Alicante last week. However, Ukrainian intelligence confirmed Mr Kuzminov's death on Monday. Spanish authorities told the BBC that the victim may have been living under a false identity.
(BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

PUTIN GIFTS LUXURY CAR TO NORTH KOREA'S KIM

Russian President Vladimir Putin has given North Korean leader Kim Jong Un a luxury Russian-made car. Pyongyang's state media said the limousine was delivered to Mr Kim's top aides on Sunday. Kremlin spokesman Dmitry Peskov later confirmed the gift, saying it was an Aurus, a full-sized luxury sedan of the type used by Mr Putin himself. The two internationally isolated countries have forged close relations since Russia's invasion of Ukraine. North Korea is thought to be supplying Russia with artillery, rockets and ballistic missiles for the war, despite international sanctions on both countries. Both sides deny breaching sanctions. (BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

BRIGHTEST AND HUNGRIEST BLACK HOLE EVER DETECTED

The most luminous object ever detected has been spied in the distant Universe. It's a quasar - the bright core of a galaxy that is powered by a gargantuan black hole some 17 billion times the mass of our Sun. Known as J0529-4351, the object's power was confirmed in observations by the Very Large Telescope in Chile. Scientists, reporting in the journal Nature Astronomy, say the black hole has a voracious appetite, consuming the mass equivalent to one Sun every day. J0529-4351 was actually recorded in data many years ago but its true glory has only just been recognized. (BBC Web Page,: 20/02/24, FARUK)

CHINA COAST GUARDS BOARD TAIWANESE TOURIST BOAT

Taiwan has accused China's coast guard of triggering panic, after six Chinese officials briefly boarded a Taiwanese tourist boat. They checked the ship's route plan, certificate and crew licenses, and left half an hour later. It comes less than a week after a Chinese fishing boat was pursued by Taiwan's coast guard in the same area. The boat later capsized, killing two. Beijing later said it would step up patrols in the Kremlin archipelago. Kinmen lies just 3km away from China's south-eastern coast, placing it on the frontline of tensions between China and Taiwan. (BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

INDIA FARMERS TO RESUME DELHI MARCH OVER CROP PRICES

Protesting Indian farmers say they will resume marching to capital Delhi this week after rejecting a government proposal to buy some crops at assured prices on a five-year contract. The protesters began marching last week but were stopped around 200km from Delhi. Since then, farmer leaders were in talks with the government on their demands. But on Monday night, they said the offer was "not in their interest". The government had proposed buying pulses, maize and cotton at guaranteed floor prices - also known as Minimum Support Price or MSP - through cooperatives for five years.
(BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

GUINEA'S MILITARY JUNTA DISSOLVES GOVERNMENT

Guinea's military junta, which seized power in a coup in September 2021, has dissolved the government. The announcement was made through a presidential decree read on state TV on Monday by the presidency's Secretary General, Brig Gen Amara Camara. Mr Camara did not disclose the reason for the dissolution or say when a new government will be put in place. Ministers in the dissolved government were ordered to surrender their passports and official vehicles. Their bank accounts have additionally been frozen.
(BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

LION KILLS ZOOKEEPER AT NIGERIAN UNIVERSITY

A zookeeper at a Nigerian university has been killed by one of the lions he had been looking after for close to a decade. Olabode Olawuyi, who was in charge of the zoo at Obafemi Awolowo University, was attacked as he was feeding the lions, the university said in a statement. His colleagues were unable to save him as one of the lions had already fatally wounded him, the university added. The lion has since been put down. Mr Olawuyi, a

veterinary technologist, had been "taking care of the lions since they were born on campus about nine years ago". (BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

POLISH FARMERS BLOCK UKRAINE BORDER IN GRAIN ROW

Polish farmers are staging protests against cheap Ukrainian grain flooding the market and EU regulations on pesticide and fertilizer usage. Tractors flying Polish flags blocked motorways and major junctions in almost 200 locations, organizers said. Blockades are also taking place at several border crossings with Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said the protests demonstrated the daily erosion of solidarity with Ukraine. He said the protests were about politics, not grain, because only 5% of our agricultural exports pass through the Polish border. (BBC Web Page: 20/02/24, FARUK)

::THE END::